চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 25 November, 2020 ■ আগরতলা, ২৫ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ৯ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বেতন পাচ্ছেন না কর্মচারীরা গন্ডাছড়ায় বিদ্যুৎ অফিসে তালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৪ নভেম্বর।। গন্ডাছড়া বিদ্যুৎ নিগমের চুক্তিবদ্ধ কর্মীরা গত দুই মাস যাবৎ বেতন পাচ্ছে না। এরই প্রতিবাদে মঙ্গলবার দুপুর দিকে চুক্তিবদ্ধ কর্মীরা গন্ডাছড়া বিদ্যুৎ দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

ঘটনার খবর পেয়ে গন্ডাছড়া থানার পুলিশ সেখানে ছুটে যায় এবং বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলে অফিসের কাজ কর্ম স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে। চুক্তিবদ্ধ কর্মীদের বক্তব্য যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের বেতনের বকিয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, ততদিন পর্যন্ত তাদের বিক্ষোভ চলবে। এদিকে হঠাৎ করে অফিসে তালা পড়ার কারনে এই দিন মহকুমার দূরদূরান্ত এলাকা থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পথ দুর্ঘটনায় হত এক, গুরুতর আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ নভেম্বর।। যান সন্ত্রাসের বলি হল এক যুবক। ঘটনা সোনামুড়ায়। নিহতের নাম কাসেম চৌধুরী। বাবা অজি উল্লা চৌধুরী, বাড়ি রাধাকিশোর পুর থানার অন্তর্গত উদয়পুর খিলপাড়া আমতলা। পেশায় একটি এন জি ও সংস্থার অধীনে সোনামুড়া এস ডি এম অফিসের আধার সেকসানে চুক্তি শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। প্রতিদিনকার মতো আজও সকাল আটটায় বাড়ি থেকে সোনামুড়া কর্মক্ষেত্র এসডিএম অফিসের আধার সেকসানে যোগদানের জন্য গাড়ি করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারের সাথে আলোচনায় সন্তুষ্ট জেএমসি নয় দিনের মাথায় কাঞ্চনপুরে প্রত্যাহৃত বনধ

ত্রিপুরা জাতি-জনজাতির মিলনস্থল, ব্যক্তিস্বার্থে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, ব্রু ইস্যুতে সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.)।। ত্রিপুরা সরকারের সাথে আলোচনায় সন্তুষ্ট জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি। বনধ প্রত্যাহার করেই আজ মঙ্গলবার তাঁরা আগরতলায় সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী সহ উপ-মুখ্যমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রীর সাথে দেখা করেছেন। এদিন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা এবং আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথ ও কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়ের সাথে তাঁরা দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেছেন। ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে এখন তাঁদের কোন আপত্তি নেই। কারণ, ত্রিপুরা সরকার তাঁদের সাথে আলোচনা ছাড়া পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে না বলে আশ্বাস দিয়েছে।

আজকের বৈঠক শেষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন জেএমসি-র প্রতিনিধিরা। এর পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেএমসি-র আহ্বায়ক সুশান্ত বড়ুয়া বলেন, ত্রিপুরা সরকারের সাথে আলোচনায় আমরা সন্তুষ্ট। তবে পানিসাগরে জাতীয় সড়ক অবরোধ চলাকালীন সংঘর্ষে দুজনের মৃত্যুর ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছি। তিনি বলেন, ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসন নিয়ে ত্রিপুরা সরকার আশ্বাস দিয়েছে, সকলের সম্মতি ছাড়া ওই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে না।

মঙ্গলবার উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মন, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ ও কৃষিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়ের সাথে বৈঠক করেছেন জেএমসির প্রতিনিধি দল।

তিনি বলেন, ব্রু ইস্যুতে সংগঠিত আন্দোলনকে অযথা সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া হচ্ছে। ওই আন্দোলন কোনওভাবেই নির্দিষ্ট জাতি বা ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। কারণ, ব্রু-দের পুনর্বাসন হোক, আমরাও চাইছি। তবে আমাদের কিছু শর্ত রাজ্য সরকার মেনে নেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এদিন তিনি পানিসাগরে বনধ চলাকালীন সংঘর্ষে নিহত শ্রীকান্ত দাস এবং ফায়ারম্যান বিশ্বজিৎ দেববর্মার পরিবারকে ২০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ এবং শ্রীকান্তের পরিবারে একটি সরকারি চাকরি দেওয়ার দাবি সরকারের কাছে পেশ করেছেন বলে জানিয়েছেন।

ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে আপত্তিকে ঘিরে কাঞ্চনপুর মহকুমা বনধ প্রত্যাহার করেছে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি (জেএমসি)। নবম দিনের মাথায় বনধ প্রত্যাহৃত হয়েছে। কাঞ্চনপুর মহকুমাবাসীর সার্বিক সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান জেএমসি-র সদস্য তথা নাগরিক সুরক্ষা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বছর বাঁচাও প্রকল্প রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিকে পাশের হার ৬৫ শতাংশ

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.)।। বছর বাঁচাও প্রকল্পে ত্রিপুরায় দ্বাদশে প্রায় ৬৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হয়েছে। এ-বিষয়ে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড় ভবতোষ সাহা মঙ্গলবার এই খবর দিয়েছেন।

তিনি বলেন, ২০২০ সাল থেকে ত্রিপুরায় বছর বাঁচাও প্রকল্প শুরু হয়েছে। তাতে পর্ষদের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা এ-বছরই পাশ করার সুযোগ পাবে। তাঁর কথায়, আগেও এমন সুযোগ দেওয়া হতো। কিন্তু, ফলাফল প্রকাশের বছরই পাশের সুযোগ থাকত না। তাছাড়া, শুধু একটি বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হলে সেই সুযোগ পাওয়া যেত। তিনি জানান, বছর বাঁচাও প্রকল্পে দুই বিষয়ে অনুত্তীর্ণ এবং সর্বনিম্ন ১৫০ নম্বর পেলে পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তাতে এ-বছর উচ্চ মাধ্যমিকে ৬৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে।

তিনি বলেন, এ-বছর উচ্চ মাধ্যমিকে ২,০১৩ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। এতে কলা বিভাগে ৫৮.৭৩ শতাংশ, বাণিজ্য বিভাগে ৭২.৭২ শতাংশ এবং বিজ্ঞান বিভাগে ৬০.২৩ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশ করেছে।

একাংশ দলীয় বিধায়ক ও নেতার অসন্তোষ, নজরে রেখেছে প্রদেশ বিজেপির শৃঙ্খলা কমিটি ঃ প্রধান মুখপাত্র

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.)।। ত্রিপুরায় একাংশ স্বদলীয় বিধায়ক এবং নেতার দলবিরোধী কাজকর্ম নজরদারি করছে শৃঙ্খলা কমিটি। প্রয়োজনবোধে সময় মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আজ মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানালেন বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ প্রধান মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী।

সম্প্রতি ত্রিপুরায় বেশ কয়েকজন বিধায়ক দলের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছেন। দলীয় কাজকর্মে তাঁরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এমন-কি ব্যক্তিগত ফেসবুক, টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে তাঁরা দলের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি অসন্তোষের সাথে অনাস্থাও প্রকাশ করেছেন। গতকাল সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আশিস দাস মুখ্যমন্ত্রী এবং দলকে জড়িয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

এ-সমস্ত বিষয় প্রদেশ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের নজরে এসেছে। এ-ব্যাপারে সুব্রতবাবু বলেন, কোনও নেতাই দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে পারেন না। একাংশ দলীয় বিধায়ক এবং নেতার গতিবিধি শৃঙ্খলা কমিটি নজরে রেখেছে। তাঁরা সামগ্রিক বিষয় পর্যালোচনা করছেন। প্রয়োজনবোধে শৃঙ্খলা কমিটি ব্যবস্থা নেবে।

চালককে মারধর, তিন দিন যাবত যান চলাচল বন্ধ আমবাসা-গন্ডছড়া রোডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়ার জগন্নাথপুরে এক গাড়ির চালককে মারধর করার ঘটনার প্রতিবাদে গত তিনদিন ধরে আমবাসা গন্ডাছড়া সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। মঙ্গলবার তৃতীয় দিনেও আমবাসা গন্ডাছড়া সড়কে কোন ধরনের যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচল করেনি।

তিনদিন ধরে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ায় যাত্রীদুর্ভোগে চরম আকার ধারণ করেছে।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে যানবাহনের শ্রমিকরা জানান জগন্নাথপুরে গাড়ির চালককে মারধর করার ঘটনার প্রতিবাদে তারা যানবাহন চলাচল বন্ধ রেখেছেন। ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মঘট ব্যর্থ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে কর্মচারী ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। আগামী ২৬ শে নভেম্বর ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ডাকা ধর্মঘট ব্যর্থ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশন। মঙ্গলবার জ্যাকসন গেটে ফেডারেশনের অফিস আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ফেডারেশনের সভাপতি শান্তি রঞ্জন দেবনাথ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানান।

এ বিষয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফেডারেশনের সভাপতি শান্তি রঞ্জন দেবনাথ বলেন এই পথ সর্বনাশ ডেকে আনবে। একদিকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে দেশের মানুষ চরম দুর্দশার সম্মুক্ষিন। এই সংকটময় মুহূর্তে ট্রেড ইউনিয়ন গুলি যে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে তা শ্রমিক মেহনতি মানুষের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

এ ধরনের ধর্মঘট অর্থনীতির ওপর চরম আঘাত নামিয়ে আনবে।সে কারণেই এ ধরনের সর্বনাশা বন্ধে শামিল না হয় জনজীবন স্বাভাবিক রাখতে আপামর রাজ্যবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।শ্রমিক শিক্ষক-কর্মচারীদের ঐদিন যথারীতি স্কুল অফিস কলেজ সহ অন্যান্য স্থানে কর্মস্থলে যেতে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি শ্রমিক মেহনতি মানুষ সহ সকল অংশের মানুষের ওপর চরম আঘাত সৃষ্টিকারী এবং প্রত্যাহার করতে আহ্বান জানিয়েছেন ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ।

রাজ্যের সঙ্গে সম্মিলিত সমন্বয় রেখে ভ্যাকসিন বিতরণ কৌশল তৈরি করা হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের পাশাপাশি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর সাথেও ভিডিও কনফারেন্স প্রধানমন্ত্রীর।

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.)।। ভারতে করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না। এক বছর হয়ে গিয়েছে, ভারত-সহ গোটা বিশ্বে এখনও তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে কোভিড-১৯ ভাইরাস। ভারতে শীতের মরশুমে করোনা-সংক্রমণ আরও বাড়তে পারে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সবথেকে বেশি চিন্তা বাড়াচ্ছে রাজধানী দিল্লি। দিল্লির মতোই সংক্রমণ বাড়ছে দেশের অন্যান্য রাজ্যেও। রাজ্যগুলি হল ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, কেরল, রাজস্থান, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমবঙ্গ। পূর্ব পরিকল্পনা মতোই মঙ্গলবার ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে করোনা-সম্পর্কিত বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খাট্টার, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারায় বিজয়ন এবং ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ অন্য মন্ত্রীরা। মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক শেষ প্রধানমন্ত্রী জানান, কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগের কারণেই, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজপথে বিদ্যুতের খুঁটির সাথে বেধে চোরকে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। রাজধানীর আইজিএম হাসপাতালসংলগ্ন এলাকার একটি বাড়ি থেকে এক নির্মাণশ্রমিকের বাইসাইকেল ও টাকা চুরির ঘটনায় জড়িত তাদেরকে আটক করা হয়েছে। আটক করা চোরকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। জানা যায় নির্মাণ শ্রমিকের বাইসাইকেল এবং ৬ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায় ওই চোর। চোরকে কৃষ্ণনগরের প্রগতি রোড এলাকা থেকে আটক করা সম্ভব হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা তাকে আটক করে আইজিএম হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় এনে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। ক্ষুব্দ জনতা তাকে উত্তম মধ্যম দেন। তাতে সে অল্পবিস্তর আহত হয়। তারপর খবর দেওয়া হয় আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশকে। পুলিশ এসে চোরকে থানায় নিয়ে যায়। তার কাছ থেকে নগদ ১০০০ টাকা উদ্ধার হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে সে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে আইজিএম হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা থেকে একটি বাইসাইকেল চুরি করে নিয়ে গেছে। বাইসাইকেলটি চুরি করে নিয়ে এসে বিক্রি করে দিয়েছে বলেও জানায়।

তার স্বীকারোক্তি মনে পুলিশ বাইসাইকেলটি উদ্ধারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায় সাম্প্রতিককালে চুরির ঘটনা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। চুরির ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় জনমনে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে।

রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সর্বনাশ ডেকে এনেছে ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে বামেদের ঝড়ো প্রচার চলছে। শহরে মঙ্গলবার শক্তির মহড়া দিল সিটু। অফিসলেন স্থিত সিটু কার্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে এদিন মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ওরিয়েন্ট চৌমুহনি এলাকায় জমায়েতে সামিল হয়েছে। এই পর্বে বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।

তিনি তার দীর্ঘ ভাষণে বলেন বর্তমান দেশের যে পরিস্থিতি এবং রাজ্যের যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতির কারণে সাধারণ মানুষ সর্বোপরি কৃষক থেকে শুরু করে শ্রমিকরা সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। তাদের সমস্যার সমাধানে রাজ্য কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার কোন ভূমিকা পালন করছে না। এই বিষয়গুলো উল্লেখ করে তিনি বলেন এই রাজ্যের ক্ষেত্রেও সমস্যা সমস্যাই থেকে যাচ্ছে। সমাধানের কোন উদ্যোগ নেই। ক্ষমতায় আসার আগে বিজেপি ডাবল ইঞ্জিনের কথা বলেছে। এখন ডাবল ইঞ্জিন সর্বনাশ ডেকে এনেছে। মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে দলের বিধায়করাই মুখ খুলতে শুরু করেছেন। মানিক সরকারের দাবি যে কথাগুলো এতদিন বিরোধীরা বললে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারায়ণপুরে যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। এয়ারপোর্ট থানা এলাকার নরসিঙগড় থানা এলাকার নারায়ণপুরে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত যুবকের নাম রকি ঘোষ। তার নিজের ঘর থেকেই ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

পরিবারের লোকজনরা মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন।খবর পেয়ে পুলিশ এসে ঝুলন্ত মৃতদেহটি তার নিজ ঘর থেকে উদ্ধার করে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসী ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য দাবি জানিয়েছেন।

মঠ চৌমুহনী বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ দুপুরে মঠ চৌমুহনী বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময়ে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদার এবং ব্যবসায়ীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। গত ২২ নভেম্বরের গভীর রাতে মঠ চৌমুহনী বাজারে এক অগ্নিকাণ্ডে ১৬টি দোকান সম্পূর্ণ ভষ্মীভূত হয়।

পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, ক্ষতিগ্রস্ত ১৬টি দোকানের মধ্যে শুধুমাত্র একটি দোকানের বীমা করা আছে। বাকীদের বীমা নেই। প্রাথমিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এই দোকানীদের প্রত্যেককে ৫০০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। পরবর্তীতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নিরুপণের পর সরকার সর্বতোভাবে সহায়তা করবে। তিনি রাজ্যের সমস্ত ব্যবসায়ীদের রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গৃহীত দোকানীদের বিনামূল্যে বীমা প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণ করার আহ্বান জানান, যাতে করে আকস্মিক এই ধরণের বিপর্যয়ের পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা কিছুটা হলেও আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন।

পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক শৈলেশ কুমার যাদব সহ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ। এদিকে এর আগে রাজস্বমন্ত্রী এন সি দেববর্মাও মঠ চৌমুহনী বাজারের ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলি পরিদর্শন করেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত দোকানীদের সাথে আলোচনায় বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ খবর নেন।

ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে জমির অনুমোদন মিলেনি এখনো, জেএমসি-র আন্দোলন নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.)।। ত্রিপুরায় ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনের ব্যাপারে চিহ্নিত জমি বণ্টনে এখনও অনুমোদন মিলেনি। ফলে, এই পুনর্বাসন প্রক্রিয়া নিয়ে জেএমসি-র আন্দোলনের কোনও সারবত্তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারি তথ্য অনুসারে, পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত জমি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে রয়েছে। ফলে কেন্দ্রের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কাঞ্চনপুরে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি এই ইস্যুতে টানা আট দিন বনধ পালন করেছে। শুধু তা-ই নয়, তাঁদের জাতীয় সড়ক অবরোধ কর্মসূচিতে সংঘটিত সংঘর্ষে দুজন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, কাঞ্চনপুর মহকুমায় ব্রু শরণার্থী অধিকাংশ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি। তাঁদের বক্তব্য, ৫০০ পরিবার কাঞ্চনপুরে পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৫,০০০ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে ত্রিপুরা সরকার। শুধু তা-ই নয়, সংরক্ষিত বনাঞ্চলে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে বলে অভিযোগ এনে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ গ্রিন ট্রাইবুনালে মামলার প্রস্তুতি নিয়েছিল। সম্প্রতি, জেএমসি ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি খেলাপের অভিযোগ এনে কাঞ্চনপুরে অনির্দিষ্টকালের বনধ পালন করছিল। শুধু তা-ই নয়, তারা পানিসাগরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। তাতে সংঘর্ষে দুজন নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, যার জন্য গত কয়েকদিন ধরে কাঞ্চনপুর এবং পানিসাগর মহকুমায় ধারা ১৪৪ জারি করা হয়েছিল।

কিন্তু, আজ জেএমসি বনধ প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তাতে অবশ্য পাবিয়াছড়ার বিধায়ক ভগবান দাসের মধ্যস্থতায় সফলতা মিলেছে। আজ জেএমসি-র প্রতিনিধিরা আগরতলায় এসে রাজ্য সরকারের সাথে বৈঠক করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, এখনও পুনর্বাসনের জন্য জমি চূড়ান্ত হয়নি, তবে কেন এই আন্দোলন? আইনমন্ত্রী রতনলাল নাথের দেওয়া তথ্য অনুসারে, ত্রিপুরায় ছয়টি জেলার নয়টি মহকুমায় ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। কাঞ্চনপুর, পানিসাগর, লংতরাইভ্যালি, আমবাসা, খোয়াই, কৈলাসহর, ধর্মনগর এবং সোনামুড়া মহকুমায় ১৬টি স্থান চিহ্নিত করেছে ত্রিপুরা সরকার। তবে, ওই সব স্থানে সমস্ত জমি সংরক্ষিত বনাঞ্চলে রয়েছে। তাই কেন্দ্রের অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

আইন তথা শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যে ত্রিপুরা সরকারের রাজস্ব দফতর শিলঙে অবস্থিত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংরক্ষিত বনাঞ্চল আঞ্চলিক কার্যালয়ে ওই জমি অসংরক্ষিত করার অনুমোদন চেয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। সেখান থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ৪৮ ◻ ২৫ নভেম্বর ২০২০ইং ◻ ৯ অগ্রহায়ণ ◻ বুধবার ◻ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

জনহিতকর নীতি

দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা চাঙ্গা করিবার জন্য সরকার বিভিন্ন সময় নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া থাকে। জনহিতকর যেকোনো পদক্ষেপ সমর্থন করেন দেশবাসী।অকল্যাণকর যেকোন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দেশের জনগণ রুখিয়া দাঁড়ান।বর্তমান সরকার বেসরকারিকরণের যে পথ অবলম্বন করিয়াছে তাহা কতখানি জনহিতকর তাহা নিয়া নানা মহলে প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে।কোমরের জোর কমিয়া গেলে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না মানুষ। সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থা অনেকটা সেইরকম। এক চরম নিয়মহীনতা দেশটাকে ক্রমশ সঙ্কটের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। দল ও সরকারের নীতি মানিয়া আগেই নামী-দামি কিছু রাষ্ট্রয়ত্ত সংস্থা বিক্রি করিয়া দিবার পরিকল্পনাা গ্রহণ করিয়াছিল মোদি সরকার। করোনা আবহে জিএসটি, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক আদায় অনেক কমিয়াছে। তাই দেশের অন্যান্য জরুরি কাজকে পিছনে ফেলিয়া বিলগ্নিকরণকে অগ্রাধিকার দিয়া অগ্রসর হইতে চাইছেন নির্মলা সীতারামন বাহিনী। সরকার নিজের অক্ষমতা ঢাকিতে বেসরকারি পুঁজির সাহায্যে সরকারের অর্থসঙ্কট সামলাইতে চাইছে। আর সেইজন্য ঘটিবাটি বিক্রি করিয়া দেওয়ার তোড়জোড় শুরু হইয়াছে। বিলগ্নিকরণ করিয়া আড়াই লক্ষ কোটি টাকা আয় করাই সরকারের লক্ষ্য। আর চলতি অর্থবছরে ৯০ হাজার কোটি টাকা আয় করিবার কথা। তা সম্ভব কিনা ভবিষ্যত বলিবে। কিন্তু বেসরকারি পুঁজিকে স্বাগত জানাইতে, শিল্পপতিদের সামনে সুস্বাদু খাবারের প্লেট সাজাইয়া দিয়া স্বেচ্ছাবসরের নামে কর্মী ছাঁটাইও শুরু হইয়াছ। তাহা যেন এককালীন আর্থিক প্যাকেজের টোপ দিয়া অবসরের আগেই চাকরি জীবনে অর্ধচন্দ্র টানিয়া দেওয়া। বিরোধীদের অভিযোগ, বেসরকারিকরণের ক্ষেত্রে যে গতি আনিতে চাইছে বিজেপি সরকার, তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে হয়তো দেশটাকে তাহারা নিলামে তুলিয়া দিবে।

কিন্তু এইভাবে কি দেশের সঙ্কটজনক পরিস্থিতি আড়াল করা সম্ভব? একদিন না একদিন সত্য প্রকাশ পাইবেই। ক্রমাগত সাধারণ মানুষের ঘাড়ে নানা বোঝা চাপাইতেছে। একদিকে জমানো টাকায় সুদ কমিতেছে, অন্যদিকে দফায় দফায় পেট্রল ডিজেল আর গ্যাসের দাম বাড়িতেছে।। সরকারের অর্থনীতির ব্যর্থতা ঢাকিতে বলির পাঁঠা করা হইতেছে দেশের মানুষকে। সরকারের নানা দপ্তরের কাজকর্মে সমন্বয়ের অভাবও প্রকট। মাথাভারী প্রশাসন দুর্ভাবনার কারণ। দেশের অর্থনীতির যখন বেহাল দশা তখনও অপচয়ের খামতি নেই। কখনও স্ট্যাচু, কখনও মন্দির, কখনও বা বিদেশি অতিথি অ্যাপায়ণে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া তাক লাগানোর দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে এই সরকার। দেশের বেহাল অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এইধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপন জরুরি ছিল কি না তাহা নিয়াই প্রশ্ন। বাহবা কুড়াইবার এই প্রবণতার বদলে ব্যয় সংকোচনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। তবে তা কখনই মানুষের রুটিরুজিতে থাবা বসাইয়া নয়।দেশ যখন ভয়াবহ বেকার সমস্যায় ভুগিতেছে তখন রাষ্ট্রায়ত্ত বহু সংস্থায় বিলগ্নিকরণের যে প্রচেষ্টা মোদি সরকার শুরু করিতে চাইছে তাহাতে নতুন করিয়া বহু মানুষ কর্মচ্যুত হইবেন। নিজেদের দায়ভার এড়াইয়া অর্থসঙ্কটকে সামাল দিতে সরকারি বহু সংস্থাকে বেসরকারিকরণ করার পথে হাঁটার সিদ্ধান্তটি অবশ্যই বিপজ্জনক। এখনও দেশের মানুষ সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে, সরকারি বা সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় টাকা রাখিয়া নিশ্চিন্তবোধ করেন। সেই নিশ্চিত বিষয়টাকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলিয়া দিয়া ভরসার জায়গাটাই নাড়াইয়া দিতে চলিয়াছে কেন্দ্র।

নতুন বিলগ্নিকরণ নীতি চূড়ান্ত করিবার আগে তাহা ভাবিয়া দেখুক সরকার। মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া নয়, মানুষের মঙ্গলের জন্য জনহিতকর নীতি গ্রহণই যে কোনও সরকারের দায়িত্ব কর্তব্য হওয়া উচিত। সরকার সঠিক নীতি অবলম্বন করিতে না পারিলে জনগণ সরকারি নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুলিতে শুরু করেন।

দল ছাড়ার ঘোষণা রামপুরহাটের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কো-অর্ডিনেটর আব্বাস হোসেনের

রামপুরহাট, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): রামপুরহাট পুরসভার প্রশাসক অশ্বিনী তেওয়ারির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে দল ছাড়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন রামপুরহাটের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কো-অর্ডিনেটর আব্বাস হোসেন।পুরসভার ৪নং ওয়ার্ডে তিনবারের কাউন্সিলার আব্বাস হোসেন সাংবাদিক সম্মেলন করে মঙ্গলবার তার দল ছাড়ার বিষয়ে ঘোষণা করেন। আব্বাস হোসেন এদিন দাবি করেছেন, "তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকেই তৃণমূল দল করে আসছি। যে কারণে দল ছাড়ার জন্য অন্তরে ব্যথা হচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু করার নেই। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমার লড়াই জারি থাকবে। রামপুরহাটে আমার পায়ের তলায় মাটি আছে। যে কোন সময় আমার এলাকা থেকে ভোটে জয় ছিনিয়ে আনতে পারি। পরপর দুটি নির্বাচনে রামপুরহাটের প্রতিটি এলাকায় তৃণমূল পিছিয়ে থাকলেও আমার এলাকায় তৃণমূল এগিয়ে আছে।"

অন্যদিকে, দল ছাড়ার আগে তিনি এদিন রামপুরহাটের প্রশাসক অশ্বিনী তেওয়ারির বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, "উনি দিনের পর দিন দুর্নীতি করে যাচ্ছেন তবুও যা বলছেন দল তাই করছে। বিভিন্ন কাজ কর্মের মাধ্যমে দলের অন্যান্য কর্মীদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছেন। তবে তিনি এদিন দল ছাড়ার ঘোষণা করলেও অন্য কোন দলে যোগ দিবেন কিনা তা স্পষ্ট করেননি। তার কথায়, 'যা করবো আপনারা সকলেই জানতে পারবেন।'

এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রামপুরহাটের প্রশাসক অশ্বিনী তেওয়ারির জানিয়েছেন, "আমি এই ঘটনার কথা উর্দতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো। উর্দতন কর্তৃপক্ষ যা সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই সিদ্ধান্ত হবে। আমি কিছু বলবো না। তবে আব্বাস হোসেনের সাথে আমার কোনো বিরোধ ছিল না।"

এব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলার চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, জেলার কাছে এখনও পর্যন্ত কোন ইস্তফা পত্র দেন নি আব্বাস হোসেন। তবে যেটুকু জেনেছি, তাতে ব্যক্তিবিশেষের উপর ক্ষোভ থাকলেও, দলের উপর তার কোন ক্ষোভ নেই। আমরা দল করি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে। এখানে ব্যক্তি বড় নয়। তাই কোং ব্যক্তির উপর রাগ থাকলে সেটা আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নিতে বলবো। তার জন্য দলা না ছাড়তে অনুরোধ করবো।

বিগত পাঁচ বছরের প্রশ্ন-উত্তরের বই প্রকাশ করল উচ্চমাধ্যমিক সংসদ

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি. স.): করোনা পরিস্থিতিতে আগামী বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কি রূপে প্রশ্ন হবে বা কি মর্মেই তার উত্তর লিখতে হবে সেই সব কিছু নিয়েই এখন সংশয়ে রয়েছে পড়ুয়ারা। তাই তাদের সুবিদার্থে কলা বিভাগের নয়টি বিষয়ের উপর পাঁচ বছরের প্রশ্ন-উত্তর সম্বলিত বই প্রকাশ করল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

ইংরেজি, সংস্কৃত, নিউট্রিশন, এডুকেশন, ভূগোল, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র এবং সমাজবিজ্ঞান এই ৯টি বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন-উত্তরের বই প্রকাশ করা হয়েছে। সম্প্রতি সংসদের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বইগুলি প্রকাশের ঘোষণা করা হয়েছে।

সংসদের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বর্তমান পাঠ্যক্রমের নমুনা প্রশ্ন থাকবে এই বইতে। এছাড়াও কলা, বাণিজ্য ও বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নমুনা প্রশ্ন এবং উত্তর থাকবে। একইসঙ্গে থাকবে মক টেস্ট পেপারও। পয়লা ডিসেম্বর থেকেই এই বই বিভিন্ন দোকানে পাওয়া যাবে বলে জানানো হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ও মহামারী

স্বাগতম দাস, শুভময় মৈত্র

বাঙালির সবচেয়ে বড় মনীষী কি কখনও লকডাউনের কোপে পড়েছিলেন? তাঁর দ্বসঙ্গে কি মহামারীর মোলাকাত হয়েছিল? আজকের কোভিড পর্যুদস্ত অন্তরিন সময়ে কেমন হয় সেই ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে?

তার জন্য অবশ্য ফিরতে হবে প্রায় ১২২ বছর আগের আর এক বিষণ্ণ বৈশাখে। সাল ১৮৯৮, এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। গত দু'বছর মূলত পশ্চিমে ঘাঁটি গেড়ে বসা ভয়াবহ এক মহামারী সদ্য হানা দিয়েছে বাংলার ইঁদুর আর মাছির থেকে মানুষের শরীরের চলে আসা এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া ঘটিত সেই মারণরোগে নাম প্লেগ। যাদের ধরে, তাদের ৯০ শতাংশকেই আর বাঁচানো যায় না, তখনকার যাবতীয় চিকিৎসা সত্ত্বেও। তাছাড়া, অনেকটা করোনারই ঢঙে যারা সংক্রমিত হয়, তাদের হাঁচি, কাশি, থেকে ছড়াতে পারে জীবাণু। এতএব সেই সময়কার ব্রিটিশ সরকারের তরফে ব্যাপক কোয়ারেন্টিনের নির্দেশ জারি হল। বলা বাহুল্য, প্রায় ১২০ বছরের ব্যবধানের সরকার, সমাজ প্রযুক্তি সব আগাপাশতলা পালটে গেলেও এরকম এক সর্বগ্রাসী বিপর্যয়ে মুখে প্রান্তিক মানুষজনের খড়কুটোর মতো অবস্থাটা খুব একটা পালটায়নি। ফলে সেদিনও দুমকা, কাটিহার পুণে, মুঙ্গের থেকে শুরু করে মুম্বাই (তৎকালীন বোম্বে), চক্রধরপুর, এলাহাবাদ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আটকে পড়েছিলেন অনেক দিন আনি দিন খাই মানুষ গ্রাম থেকে আসা সে যুগের পরিযায়ী শ্রমিকের দল। প্লেগ সন্দেহে অঞ্চলভিত্তিক সামারেখায় ঘেরা হয়েছিল বেশ কিছু দরিদ্র পল্লিকে। এখনকার পরিভাষায় কমপ্লিট লকডাউন। আর সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছিল সেই অবরদ্ধ নেটিভ মানুষগুলোর মতামত না নিয়েই। এলাকা থেকে পালাতে চাইলে জুটত নির্মম মার, এমনকী, গুলিও। এরকম একটা সময়ে, যখন প্লেগ নিয়ন্ত্রণের নামে ঘটে চলা সরকারি বর্বরতার বিরুদ্ধে 'কেশরি' পত্রিকায় লিখে সিডিশন অ্যাক্টে গ্রেফতার হয়ে জেল খাটিয়ে স্বয়ং বালগঙ্গাধর তিলক, তখন কলকাতায় বসে প্রতিবাদের অক্ষর সাজিয়েছিলেন বছর সাঁইত্রিশের রবীন্দ্রনাথ।

স্বদেশবাসীর সেই দুর্দিনে কবি 'ভারতী' পত্রিকায় লিখলেন এক দীর্ঘ প্রবন্ধ। আজকের দিনেও আশ্চর্যরকম প্রাসঙ্গিক সেই প্রবন্ধ। তার প্রতিটা লাইন ছিল অবরুদ্ধ পরিযায়ী মানুষের দুর্দশার বিরুদ্ধে মুখর, আর সরকারি সাহায্যে সেই দুর্দশার প্রতিকারের দাবিতে সোচ্চার। সেদিনের ভারতে, সম্ভবত প্রথম, এক মানবিক কোয়ারেন্টিনের ছবি তুলে ধরেছিলেন কবি। লিখেছিলেন, মানুষকে আটকে রাখতে হবে, কিন্তু একটু যত্ন ও সহানুভূতির সঙ্গে, কিছু এমন ব্যবস্থার মাধ্যমে যাতে আটকে পড়া মানুষগুলোর বাড়ি ফিরতে মরিয়া হয়ে না ওঠে। নির্দ্বিধায় জানিয়েছিলেন, ব্রিটিশের বদলে যদি সম্রাট অশোক বা আকবর থাকতেন, ক্ষমতায় তাহলে হয়তো প্লেগের আশঙ্কা আটক মানুষগুলোর এহেন দুর্দশা হত না, প্রজাকল্যাণকামী এক রাষ্ট্রব্যবস্থাই সেটা হতে দিত না। আজ যখন বেশ কিছু রাজ্যে আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের হাতে দু'বেলার ন্যূনতম খারারটুকু পৌঁছে দিতে ও কেন্দ্রে রাজ্যে লেগে যাচ্ছে রাজনীতির টক্কর তখন শতবর্ষ পার হরে আসা এই রবীন্দ্র স্বর বুকে একটা ধাক্কা দিয়েই যায়'... রাজ্যের হিতোদ্দেশে উৎখৃষ্ট যে সকল দুর্বাগা তাহাদের সযত্নসেবা অতিথিস্থানীয়, যাহারা পরদেশে বিনাদোষে নিরুপায়ভাবে বন্দিকৃত, হয়তো পাথেয়বান সঙ্গীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহাদিগকে স্বচেষ্টায় নিজেব্যয়ে কষ্টে জীবনধারণ করিতে দেওয়া অন্তত প্রাচ্য প্রজাদের চক্ষে কোনো মতে রাজাচিত বলিয়া বোধ হয় না।

কিন্তু অর্ধশতাব্দী পরে স্বাধীন ভারতের নব্য বিদ্ধজ্জানরা যাকে বলবেন বুর্জোয়া কবি, গজদন্তমিনারবাসী ইত্যাদি, ১৮৯৮-এর কলকাতা প্লেগে তিনি কি শুধু লিখেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন? বহুদর্শী এই শহরের ইতিহাস সে কথা বলে না। তিলকের গ্রেফতারকে ধিক্কার জানিয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সে বছরই এক বিশাল জনসভায় ব্যক্তব্য রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর চিরপরিচিত সাহিত্য অঙ্গনের বাইরে এসে। বাগবাজার, বড়বাজার, পোস্তা, পাথুরিয়াঘাটার ঘনবসতি অঞ্চলে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ার সেই বৈশাখে এই শহর তাঁকে আবিস্কার করেছিল এক নতুন রূপ। রবীন্দ্রনাথ তখন সর্বস্ব ছেড়ে কলকাতায় চলে আসা আরেক আইরিশ মহিয়সীর সঙ্গে পা মিলিয়ে পাড়ায় পাড়ায় টহল দিচ্ছেন, উত্তরকালে যিনি ভগিনী নিবেদিতা। সঙ্গে আছেন কিন্তু ডাক্তার, নার্স এবং রবি কার ছায়াসঙ্গী অবন (অবনীন্দ্রনাথ) ঠাকুর। এই শহর দেখেছিল গ্রিক দেবতার মতো রূপবান মানুষটি তাঁর স্বাভাবসিদ্ধ মৃদুভশ্যে, পড়ার সম্রান্ত হিন্দু পরিবারগুলোকে প্লেগ রোগের ভয়াবহতা সম্বন্ধে সচেতন করছেন। তাঁদের হাতে তুলে দিচ্ছেন প্যামফ্লেট। কখনও প্লেগ হাসপাতালে খোলার জন্য চাঁদা তুলছেন, কখনও বা সটান মেথরপল্লির গিকে চলে গিয়ে অবন ঠাকুরের জিন্মা থেকে বালতি কেড়ে সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে বিলি করছেন চুন, যা তখনকার দিনে ব্যবহৃত হত জীবাণুনাশক হিসাবে। ইতিমধ্যে প্লেগের টিকাকরণ নিয়ে চরম আতঙ্ক ও গুজব ছড়িয়ে পড়েছে শহরের বিভিন্ন মহলে। সাহেব ডাক্তারদের নিদানে ইনজেকশন নিয়ে জাত খোয়ানোর সঙ্গে প্রাণ যাওয়ার ভয়ও নিদারুণভাবে চেপে বসেছে কলকাতার রক্ষণশীল পরিবারগুলোর মধ্যে।

সে বছর মে মাসের প্রথম সপ্তাহে, যখন সরকারের টিকাকরণ অভিযান নিয়ে একটা দাঙ্গা প্রায় বাঁধতে চলেছে, নিজের সাঁইত্রিশতম জন্মদিনের দিন কয়েক আগে, প্লেগের ভয়কে দূরে ফেলে রাস্তায় নেমেছেন রবীন্দ্রনাথ। মানুষকে বোঝাচ্ছেন টিকার প্রয়োজনীয়তা। দৃঢ় ব্যক্তিত্বের গুণে শামাল দিচ্ছে মানুষের বিক্ষোভ। শেষ পর্যন্ত বোম্বে বা পূণ্যর মতো ব্রিটিশ পুলিশের বিরুদ্দে আর এক অসম যুদ্ধে জড়াচ্ছে না মানুষ। থেমে যাচ্ছে এক অনিবার্য দাঙ্গা। বিশ শতকের প্রথম দশকটা ছিল দেশের কাছে মহামারীর দশক। একদিকে আজকের করোনার চেয়ে অনেকগুণ বেশি মৃত্যুহার নিয়ে হাজির প্লেগ। আরেক দিকে ঘরে ঘরে যক্ষ্মা, কলেরা আর কালাজ্বরের তাণ্ডব। প্লেগের আঘাত সরাসরি লেগেছিল ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলেও। মহামারী রুখতে নানা সামাজিক প্রকল্পে অবনীন্দ্রনাথকে শোষ স্তব্ধ করে কেড়ে নিয়েছিল তাঁর ছোট্ট মেয়েটির প্রাণ। আর পরিবাদিক সেই মৃত্যুমিছিল অব্যাহত ছিল রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও। ১৯০২ সালে যক্ষ্মা ছিনিয়ে নিল কবির দ্বিতীয় কন্যা রেণুকা (রানী) দেবীকে। তারপর 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন'-এর উত্তাল সময়টা কিছুটা পার হয়ে এল ১৯০৭ এর দুর্গাপুজো। কলকাতায় তখন বেশ কিছু মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে কালান্তক কলেরায়। রবীন্দ্রনাথের ছোট ছেলে শমীন্দ্রনাথ সদ্য এগারোয় পড়েছে। মাত্র ছ'বছর বয়সে মা হারানো শমী। দুর্বল, রুগ্ন কিন্তু সদাহাস্যময়। যে ছিল বাবার চোখের মুড়ি। পুজোর সময়, ছোট মেয়ে মীরার অসুস্থতা নিয়ে ব্যস্ত কবি। শমীকে মুঙ্গের পাঠানো সাব্যস্ত করলেন। সেখানে তাঁর বন্ধ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের শ্বশুবাড়ি। তাছাড়া মুঙ্গের কোনও সংক্রামক রোগের ছড়িয়ে পড়ার খবর তখনও ছিল না। কিন্তু এমনই কপাল, পুজো শেষ হওয়ার কিছুদিন পরে শমীর কলেরা দেখা দিল। খবর পেয়ে কলকাতা থেকে ডাক্তার নিয়ে ১৭ নভেম্বর মুমেহর ছুটলেন কবি। কিন্তু পারলেন না শেষ রক্ষা করতে। ২৪ তারিখ শমীর চিরবিদায়। মহামারী মহাশোক বয়ে আনে। সাধারণ মানুষ পাথর হয়ে যায় সেই শোকে। কিন্তু কোন ও এক মহাজাগতিক দার্শনিকতার আশ্রয়ে কবি সেই শেষ অতিক্রম করেছিলেন। মেয়ে মারাদেবীকে লিখেছিলেন, শমী যে রাত্রে চলে গেল তার পরের রাতে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি, সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে। আমিও তার মধ্যে।

পরের দশকগুলোতেও নানা ধরনের মহামারীর সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ। ১৯১৮ সালে বোলপুর সংলগ্ন অঞ্চলে যখন ছড়িয়ে পড়ল ইনফ্লুয়েঞ্জা, কবি তখন শান্তিনিকেতন আশ্রমে শুরু করলেন ডাক্তারি। অবশ্যই প্রাকৃতিক উপায়। কারণ প্রকৃতিই ছিল শেষ পর্যন্ত তাঁর সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরনা। নিম, গুলঞ্চ, তেউরি, নিসিন্দা আর থানকুনি---এই পাঁচরকম তেতোপাতা বেটে কবির ফরমূলায় তৈরি হল পঞ্চতিক্ত পাঁচন। শান্তিনিকেতনের ছেলে বুড়ো প্রত্যেকে বাধ্য ছিল রোজ সকালে সেই পাঁচন খেয়ে দিন শুরু করতে। ফলও হয়েছিল আশাতিরিক্ত। সে যাত্রা ভাইরাস ঘটিত সেই ছোঁয়াচে যদি জ্বর আশ্রমিকদের কাবু করতে পারেনি। সে বছরই মে মাসে, কবির জন্মদিনের এক সপ্তাহ পরে যক্ষ্মা কেড়ে নিল কন্যা মাধুরীলতাকে , বড় আদরের 'বেলি'কে। ১৯২৩ এর ১০ সেপ্টেম্বর, কালাজ্বারের প্রকোপে, বিশ্বকবির তরুণ বন্ধু আবোল তাবোল -এর কবি সুকুমার হাণিয়ে গেলেন সেই আলোয় ঢাকা অন্ধকার-এর জগতে। মৃত্যুর দু'দিন আগে, সুকুমারের বিছানার পাশে বসে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শুনিয়ে এসেছিলেন শোক উত্তরণের সেই অমোঘ গান, আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে। বাঙঅলি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির উত্তরাধিকারী। সেই সৃষ্টিগুলোই মারী, মড়ক আর মনন্তরের দিনে আমাদের চলার পথে জ্বালিয়ে রাখে অনির্বাণ আলো।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সর্বভারতীয় মুসলিম পার্টি কার প্রয়োজন

রবীন্দ্র কিশোর সিনহা

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দিকে না-জানি কেন দেশের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের নজর ছিল। মজাহতের স্বপক্ষে লাগাতার নানা ধরনের লেখালেখি করেছেন ও সরব হয়েছেন তাঁরা। কিন্তু, নির্বাচনের ফলাফল তাঁদের স্বপক্ষে ছিল না। এখন তাঁরা দাবি করছেন, জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে যদি শিবসেনা, বহুজন সমাজ পার্টি, রাষ্ট্রীয় জনতা দল, সমাজবাদী পার্টির মতো দল থাকতে পারে, তাহলে মুসলমানদেরও একটি দল হয়ে যাক। এই মুসলিম দল সর্বভারতই স্তরে হোক। তাঁদের মতে, ওই দল মুসলিমদের স্বার্থে সক্রিয় হতে পারবে। এমন ধরনের দাবি করেছেন দেশের প্রবীণ লেখকদের মধ্যে একজন, তাঁর নাম স্বামীনাথন আইয়ার। তিনি তিনি কংগ্রেসের প্রাক্তন বিতর্কিত সাংসদ মণিশঙ্কর আইয়ারের ছোট ভাই।

বলার অপেক্ষা রাখে না, পৃথক মুসলিম দলের দাবি করা অত্যন্ত গম্ভীর বিষয়। যাঁরা এমন দাবি করেছেন তাঁরা হয়তো ভুলে গিয়েছেন, অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ নামেও একটি দল ছিল। যেই দল ধর্মের নামে ৭৩ বছর আগে দেশকে ভাগ করেছিল। তাঁরা হয়তো এটাও ভুলে যাচ্ছেন, অথবা ভুলে যাওয়ার নাটক করছেন, এই মুহূর্তে দেশে মজলিস ইত্তেহাদুল মুসলিমেন, ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগ এবং অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর মতো দল রয়েছে, যে সমস্ত দল ঘৃণ্য রাজনীতি করতেও পিছু হটে না।

ওয়েইসির পটভূমি জানুন

যে ওয়েইসির মজলিস ইত্তেহাদুল মুসলিমেন দল বিহারে ৫টি আসনে সফলতা অর্জন করেছে, তার আগে লোকসভা নির্বাচনে দু''টি আসনে জয়লাভ করেছে, সেই দল হায়দরাবাদে চরম বিক্ষোভ করেছিল। ১৯২৭ সালে মজলিস ইত্তেহাদুল মুসলিমেন নামক দল তৈরি হয়। শুরু থেকেই এই দলের উপর ওয়েইসির পরিবারের দখল ছিল। প্রথমে ওয়েইসির দাদু আব্দুল বাহিদ ওয়েইসির, এরপর তাঁর বাবা সালাহুদ্দিন ওয়েইসির। এখন আসাদউদ্দিন ওয়েইসি এবং তাঁর ভাই আকবরুদ্দিন ওয়েইসি এই দল চালাচ্ছেন।

এআইএমআইএম হায়দরাবাদের গদ্দার নিজামের সমর্থক। এই কারণেই ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, হায়দরাবাদকে ভারতে একীভূত হওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেছিল এআইএমআইএম। হাজার হাজার সমর্থক হায়দরাবাদকে পাকিস্তানে যুক্ত করতে চেয়েছিল। নিজামের রাজ্যে সেই সমস্যা ৯৫ শতাংশ সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল। হায়দরাবাদে দেশদ্রোহিতার নাজেহাল হয়ে সর্দার প্যাটেল ১৯৪৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর হায়দরাবাদের নিজামকে একটি চিঠি লিখেছিলেন, ওই চিঠিতে প্যাটেল হায়দরাবাদকে ভারতে সামিল হওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু, সর্দার প্যাটেলের অবদান খারিজ করেছিলেন নিজাম। তখন

এআইএমআইএম প্রকাশ্যেই ভারত সরকারকে হুমকি দিয়েছিল, বলেছিল যদি সেনা নামানো হয় তাহলে শুধুই লাশ দেখা যাবে। হুমকি সত্বেও, ১৯৪৮ সালে মিলিটারি একশন নিয়েছিলেন প্যাটেল।

আজমলের দল কতটা পাকিস্তানী?

এবার কথা বলা যাক, অসমে বিষ ছড়ানো অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট সম্পর্কে। এই দলের প্রধান বদরুদ্দীন আজমল। তিনি একজন বড় সুগন্ধি ব্যবসায়ীও। ধুবরি থেকে এমপিও ছিলেন। অসমে এই সমস্যা ৩৫ শতাংশ মুসলমান। আজমলের দল মুসলমানদের একত্রিত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছু সময় আগে অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট-এর বিধায়ক আমিনুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। আমিনুলের উপর সাম্প্রদায়িক অডিও ক্লিপ শেয়ার করার অভিযোগ রয়েছে। আসলে পুলিশ একটি অডিও , ওই ক্লিপে আমিনুল নিজামুদ্দিন মরকজ কার্যক্রমে সামিল হওয়া মানুষজন করোনা-আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টিকে সাম্প্রদায়িক রঙ দেওয়া চেষ্টা করেছিলেন।

ভারতের মতো উদার দেশেই এমনটা সম্ভব, মহম্মদ আলী জিন্নার যেই মুসলিম লীগ ভারতকে বিভক্ত করেছিল, প্রায় একই নামের ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগ ভারত বিভাজনের কয়েকমাস পর রাজনৈতিক দল হিসেবে সামনে আসে। ১৯৪৮ সালের ১০ মার্চ এই দলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই দল প্রধানত কেরলে। কখনও কখনও তামিলনাড়ুতেও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। শুধু দেখুন যে দল কেরলে সক্রিয়, সেই দল মুসলমানদের জন্য ইংরেজি, আরবী এবং উর্দু শিক্ষার বিরুদ্ধে। এই দল জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদের বিপক্ষে ছিল। এই দলের ঘোষিত লক্ষ্য হল, ভারতকে কোনওভাবে হিন্দু রাষ্ট্রে উন্নীত করা যাবে না এবং ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবেই রাখতে হবে। এরা একদিকে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাখতে চায়, অন্যদিকে প্রত্যাশা করে যে মুসলমানরা ইসলাম অনুযায়ী জীবনযাপন করবেন।

তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, যারা সর্বভারতীয় মুসলিম দল তৈরির স্বপ্ন দেখছেন, তাঁরা ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হতে চাইছেন না। তাঁদের এখন কে বলবে, প্রথম দিকে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগও পৃথক দেশের দাবি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু, পরবর্তীকালে পাকিস্তানের দাবি জানিয়েছে এবং হত্যালীলার পর তাঁদের দাবিও মানা হয়েছিল।

আসলে এই জিন্না ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট দেওয়া ভাষণে নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ দাবি করেন। ইংরেজিতে দেওয়া ওই ভাষণে জিন বলেছেন, 'পাকিস্তানে প্রত্যেকেরই নিজেদের ধর্ম অনুসরণ করার স্বাধীনতা থাকবে। হিন্দুরা এখন মন্দিরে পুজো করতে পারবেন, মুসলমানরা তাদের ইবাবতগাহে যেতে পারবেন।' মনে হয় খান মার্কিট গ্যাংয়ের সদস্যরা জিন্নার ভাষণ সম্পর্কে অবগত নন। সেই দিন সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ পৃথক মুসলিম দেশের দাবিতে একটি প্রস্তাব পাস করেছিল। ''পাকিস্তান প্রস্তাব'' নামেই তা পরিচিত। ওই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, ''সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ ভারতের মুসলমানদের জন্য প্রথক দেশের স্বপ্ন দেখে। তাঁরা তা বাস্তবায়িত করবেন। প্রস্তাব পাশ হওয়ার প্রাক্কালে নিজের দু''ঘন্টার আক্রমণাত্মক ভাষণে হিন্দুদের আক্রমন করেছিলেন মহম্মদ আলী জিন্নাহ। বলেছিলেন, ''হিন্দু-মুসলিম দু''টি পৃথক ধর্ম। দু''টি পৃথক ধ্যানধারণা। দুই ধর্মের পরম্পরা ও ইতিহাস ভিন্ন। দুই ধর্মের নায়কও ভিন্ন। এজন্য দুই ধর্ম কখনও একসঙ্গে থাকতে পারে না।'' তাহলে জিন্নাহকে যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ বলেন এবং ভারতে একটি সর্বভারতীয় মুসলিম দলের স্বপ্ন যাঁরা দেখছেন, তাঁরা নিজেদের চোখ খুলে নিন। বুঝে নিন আপনাদের দাবিদাওয়া কতটা ভয়ানক। দেশের জনগণ কখনও তা মানবেন না।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার বামফ্রন্টের সংগঠনের পক্ষ থেকে আগরতলা মহিলা থানায় ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

সহস্রজনের অশ্রুসিক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রয়াত অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈকে, ২৬শে শেষকৃত্য, আসবেন রাহুল

গুয়াহাটি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : সরকারি আবাস, অসম সচিবালয় এবং প্রদেশ কংগ্রেসের সদর দফতর রাজীব ভবনে সহস্রজন চোখে নিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের মরদেহে।

মঙ্গলবার সকাল ৯:৪০ মিনিটে পুষ্পসজ্জিত বাহনে করে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে শোভাযাত্রা করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের নশ্বর দেহ দিশপুরে তাঁর সরকারি বাসবভনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ধর্মীয় রীতিনীতি অনুযায়ী ক্রিয়াদি সম্পন্ন করে স্ত্রী ডলি গগৈ, সাংসদ-পুত্র গৌরব গগৈ, পুত্রবধূ এলিজাবেথ কলবার্ণ, কন্যা চন্দ্রিমা গগৈ ও জামাতা, আত্মীয় পরিজন সহ বহুজন তাঁদের শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।

সরকারি আবাস থেকে প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক তরুণ গগৈয়ের নশ্বর দেহ শকটবাহী গাড়িতে করে শোভাযাত্রা করে নিয়ে যাওয়া হয় অসম সচিবালয় তথা জনতা ভবনে। জনতা ভবনে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, মুখ্যমন্ত্রীর মিডিয়া উপদেষ্টা হৃষিকেশ গোস্বামী, মুখ্যমন্ত্রীর আইনি উপদেষ্টা শান্তনু ভরালি সহ বহু বিধায়ক, বিধানসভায় কংগ্রেস দলপতি দেবব্রত শইকিয়া, মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া, পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত বিভিন্ন স্তরের আমলা এবং সচিবালয়ের কর্মচারীবর্গ পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে বর্ষীয়ান প্রশাসক তথা জননেতাকে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

জনতা ভবন থেকে বিকেলের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় কংগ্রেসের প্রদেশ সদর দফতর রাজীব ভবনে। রাজীব ভবনে দলের প্রদেশ সভাপতি রিপুন বরা, দলীয় বহু বিধায়ক থেকে শুরু করে কংগ্রেসের বহু নেতা-কর্মী এবং সাধারণ জনতা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে বরিষ্ঠ নেতাকে শেষ দর্শন করেছেন। রাজীব ভবন থেকে সন্ধ্যায় টানা তিনবারের মুখ্যমন্ত্রীর নশ্বর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় শংকরদেব কলাক্ষেত্রে। কলাক্ষেত্রে আজ রাত এবং আগামীকাল গোটা দিন ও রাত রাখা হবে। সেখানে আগামীকাল সাধারণ জনতা প্রয়াত নেতাকে তাঁদের শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবেন।

আগামী ২৬ নভেম্বর সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের। তবে কোথায় তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে সে স্থান এখনও নির্ধারণ হয়নি। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে আসবেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী, দলের অসম প্রভারী জীতেন্দ্র সিং এবং কেসি বেণুগোপাল।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যা ৫:৩৪ মিনিটে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে গমন করেছেন অসমের ছয়বারের সাংসদ, চারবারের বিধায়ক এবং টানা তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী ৮৬ বছরের তরুণ গগৈ।

কাছাড়ের ধলাই এলাকায় ৩.২০ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে দুটি নদী বাঁধ নির্মাণকার্যের শিলান্যাস মন্ত্রী পরিমলের

শিলচর (অসম), ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : বিজেপি সরকার শুধু ভোটের স্বার্থে কাজ করে না। জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণের স্বার্থে ও জনকল্যাণে কাজ করে আসছে। কাছাড় জেলার পূর্ব ধলাইয়ের জামালপারে সোনাই নদীর ভাঙন প্রতিরোধে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়সাপেক্ষে বাঁধের নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন বন ও পরিবেশ, আবগারি ও মৎস্যমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য।

পরিমল শুক্লবৈদ্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ও সর্বানন্দ সনোয়াল নেতৃত্বাধীন অসম সরকার জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছে। বৃদ্ধভাতা, বিকলাঙ্গ ভাতা, বিধবা ভাতা, রেশনকার্ড, কিষাণ সম্মান নিধি, অরুণোদয় প্রকল্প সহ বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে এই সরকারের আমলে। তিনি বলেন, সরকারের সদিচ্ছা আছে বলেই এ-সব সম্ভব হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে নদী বাঁধগুলি সংস্কার না হওয়ায় মানুষ অত্যন্ত দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু বিগত দিনে কংগ্রেস সরকার শুধু ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখার স্বার্থেই রাজনীতি করেছে। যার জন্য মানুষ দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন।

মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন বর্তমান কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে। নদীবাঁধ নির্মাণের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে বর্তমান সরকার। বিজেপি সরকার জাতপাতের ঊর্ধে ওঠে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে চলার মানসিকতা পোষণ করার জন্য জনগণের কাছে সরকারের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ফুটে উঠেছে। তিনি উন্নয়নের স্বার্থে বিজেপি সরকারের পাশে থাকার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান।

পরিমল শুক্লবৈদ্য এদিন মালুগ্রামে রুকণি নদীর ভাঙন প্রতিরোধে ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আরেকটি বাঁধ নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ উপলক্ষ্যে জামালপার এলপি স্কুলে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন বিজেপির জাতীয় পরিষদ সদস্য রূপম সাহা, পালংঘাট মণ্ডল বিজেপির সহ-সভাপতি বিভাস দেব প্রমুখ। নির্মাণকাজের তথ্য তুলে ধরেন অতিরিক্ত চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কাছাড় সার্কল) প্রণবকুমার তুরং। উপস্থিত ছিলেন জলসম্পদ বিভাগের শিলচর ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অসিত দেব, দর্মিখাল জিপি সভানেত্রী সীমারানি রায়, পালংঘাট জিপি সভাপতি শশাঙ্ক শীল, অঞ্জন রায়, রুকণি গ্রাম পঞ্চায়েতের আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য দীনেশ রবিদাস, ঠিকাদার সঞ্জয় চৌধুরী প্রমুখ।

অসমের বীর সেনানী লাচিত বরফুকনকে সশ্রদ্ধ প্রণাম প্রধানমন্ত্রী-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : অসমের মহান যোদ্ধার স্মরণে প্রচলিত লাচিত দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সশ্রদ্ধ প্রণাম ও শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন।

এদিন তাঁর অফিশিশিয়াল টুইট হ্যান্ডলে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'লাচিত দিবস উপলক্ষ্যে আমি বীর লাচিত বরফুকনকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। একজন অনবদ্য নেতা এবং রণনীতি গঠনে দক্ষ লাচিত বরফুকন অসমের অনন্য সংস্কৃতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। গরিব-দুখি এবং নিপীড়িত মানুষজনকে সবলীকরণেও যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন বীর সেনানী লাচিত।'

অপর এক টুইটে অসমের মহান যোদ্ধা লাচিত বরফুকনের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি লিখেছেন, আহোম সেনাবাহিনীর এই বীর সেনাপতির বিষয়ে দেশের তরুণ প্রজন্মের জানা উচিত। মাতৃভূমি রক্ষা করতে আপ্রাণ যুদ্ধ করে মোগল আক্রমণকারীদের পরাজিত করেছিলেন লাচিত বরফুকন।

মঙ্গলবার নিজের টুইট বার্তায় অমিত শাহ লিখেছেন, বীর যোদ্ধা আহোম সেনার মহান সেনাপতি লাচিত বরফুকনের বিষয়ে তরুণ প্রজন্মের জানা উচিত। মাতৃভূমিকে রক্ষার্থে শরাইঘাট (গুয়াহাটিতে অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার)-এর প্রচণ্ড যুদ্ধে মোগল আক্রমণকারীদের পিছু হটতে বাধ্য করেছিলেন তিনি। তাঁর বীরত্ব আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবে।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মহান যোদ্ধা বীর সেনানী লাচিত বরফুকনের জন্ম ১৬২২ সালের ২৪ নভেম্বর হয়েছিল। বরফুকন হচ্ছে তার পদবী। যার অর্থ সেনাপতি। সামন্ত বংশে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও মাটির খুব কাছাকাছি ছিলেন তিনি। নিজের সহ-সৈনিকদের সঙ্গে এক সঙ্গে চলাফেরা ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন তিনি। ফলে তাঁর নেতৃত্বে মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আহোম সেনা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ১৬৭১ সালে শরাইঘাট যুদ্ধে প্রবল প্রতাপশালী মোগল সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে ছিলেন লাচিত বরফুকন। ঔরঙ্গজেবের অসম জয়ের স্বপ্নকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন বীর লাচিত।

তিনদিনের উত্তরপূর্ব সফরে ভারতীয় সেনা-প্রধান নারাভানে

ডিমাপুর (নাগাল্যান্ড), ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : তিন দিনের উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফরে আজ নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে এসেছেন ভারতীয় সেন-প্রধান জেনারেল মনোজ মুকুন্দ নারাভানে।জেনারেল নারাভানে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সুরক্ষা সম্পর্কে গৃহীত বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করতে তিন দিনের সফরে এসেছেন বলে সেনা সূত্রে জানা গেছে। তাঁর সঙ্গে এসেছেন ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লেফট্যানান্ট জেনারেল অনিল চৌহান এবং জিওসি সিপিয়ের কর্পস রাণাপ্রতাপ কলিতা। তাঁরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অসম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং অরুণাচল প্রদেশের সীমান্ত অঞ্চলের বিস্তৃত তথ্য সেনা-প্রধানকে অবগত করেছেন। এছাড়া নাগাল্যান্ডে নাগা শান্তিচুক্তি সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন জেনারেল মনোজ নারাভানে। সেনা-প্রধান নারাভান আজ নাগাল্যান্ড এবং মণিপুরের সেনাবাহিনী ও আসাম রাইফেলস-এর ছাউনি পরিদর্শন করেছেন। এছাড়া নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল তথা নাগা শান্তিচুক্তির প্রধান মধ্যস্থকারী আরএন রবির সঙ্গে মিলিত হয়ে এ সম্পর্কিত কথা বলেছেন। তাছাড়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিওর সঙ্গেও ভারত-মায়ানমার সীমান্ত বিষয়ে সেনা-প্রধান আলোচনা করেছেন বলে জানা গেছে।

মাস্ক না পরলে জরিমানা হতে পারে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত, কড়া সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকারের

ঢাকা, ২৪ নভেম্বর (হি. স.) : করোনা প্রতিরোধে দীর্ঘ লকডাউন সম্ভব নয়। এর বদলে কড়া সিদ্ধান্ত নিয়ে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করল বাংলাদেশ সরকার। মাস্ক না পরলে জরিমানা হতে পারে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত, এমনই সিদ্ধান্ত শেখ হাসিনার সরকারের।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম জানিয়েছ, মাস্ক পরা নিশ্চিত করতে সারা দেশে আরো বেশি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনার দ্বিতীয় ঢেউ সম্পর্কে সজাগ করে দিয়েছেন। তিনি এই সংকট মোকাবিলায় মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে জোর দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, যেভাবেই হোক বেশি বেশি করে প্রচার করো, ফোর্স করো, যেভাবেই হোক, মানুষ যেন মাস্ক ইউজ করে। মাস্ক যদি ইউজ না করে তাহলে কোনও কিছুতেই কাজ হবে না। করোনাভাইরাস মহামারির পরিস্থিতিতে যারা মাস্ক পরছেন না, ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাদের কঠিন সাজা দেওয়া হবে। এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। ইতিমধ্যে হাজার খানেক মাস্ক বিহীন পথচারীকে ফাইন করা হয়েছে।

কঙ্গনা রানাওয়াত ও রঙ্গোলি চান্দেলের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর বোম্বে হাইকোর্টে, স্বস্তিতে অভিনেত্রী

মুম্বই, ২৪ নভেম্বর (হি. স.) : বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত ও তাঁর ম্যানেজার তথা বোন রঙ্গোলি চান্দেলের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর হয়েছে বোম্বে হাইকোর্টে। যার ফলে মঙ্গলবার বড়সড় স্বস্তি পেলেন বলিউড অভিনেত্রী।

ধর্মীয় বিষ ছড়ানোর বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলায় মুম্বাই পুলিশ আপাতত কঙ্গনা ও তাঁর বোনকে গ্রেফতার করতে পারবে না বলে এদিন নির্দেশ দিয়েছেন বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি এসএস শিন্দে। যদিও অভিনেত্রী ও তাঁর বোনকে আগামী ৮ জানুয়ারির মধ্যে মুম্বই পুলিশের সামনে হাজিরারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুকে ঘিরে বলিউডকে কালিমালিপ্ত করে কঙ্গনা সাম্প্রদায়িক অশান্তি বাঁধানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলে গত ১৭ অক্টোবর মুম্বইয়ের বান্দ্রা থানায় এফআইআর করেন বলিউডের কাস্টিং ডিরেক্টর মুনওয়ার আলি খান। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে কঙ্গনা ও রঙ্গোলিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে মুম্বই পুলিশ। কিন্তু পুলিশের সেই তলব এড়িয়ে এফআইআর খারিজ ও আগাম জামিনের আর্জি জানিয়ে কঙ্গনা ও তাঁর বোন রঙ্গোলি চান্দেল বোম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। এদিন বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি এসএস শিন্দে বলি অভিনেত্রী ও তাঁর বোনের আগাম জামিন মঞ্জুর করেন। পাশাপাশি আগামী ৮ জানুয়ারি বেলা ১২টা থেকে দুটোর মধ্যে মুম্বই পুলিশের সামনে হাজির হয়ে বয়ান রেকর্ডেরও নির্দেশ দিয়েছেন। এদিন কঙ্গনার আইনজীবী রিজওয়ান সিদ্দিকী বিচারপতিকে মৌখিকভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ওই দিন বলিউড অভিনেত্রী ও তাঁর বোন অবশ্যই পুলিশের সামনে হাজির হবেন। যদিও কঙ্গনার আর্জি মেনে এফআইআর খারিজ করেননি বিচারপতি। আগামী ১১ জানুয়ারি মামলার পরবর্তী শুনানি।

প্রয়াত অভিনেতা আশিস রায়

মুম্বই, ২৪ নভেম্বর (হি. স.) : প্রয়াত হলেন অভিনেতা আশিস রায়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। জানা গিয়েছে, বহুদিন ধরে কিডনি ঘটিত সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। বাড়িতেই তাঁর ডায়ালিসিস চলছিল। সোমবার গভীর রাতে মুম্বইয়ে নিজ বাসভবনেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন 'সাসুরাল সিমার কা' সিরিয়াল খ্যাত এই অভিনেতা। মঙ্গলবার সিনে অ্যান্ড টিভি আর্টিস্ট অ্যাসোশিয়েশনের তরফে অভিনেতার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়।

ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার বিজেপির কিষান মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

মঙ্গলবার আগরতলায় এসইউসিআই'র পক্ষ থেকে ধর্মঘটের সমর্থনে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

লাচিতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মজবুত অসম গড়তে নবপ্রজন্মের প্রতি আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী সনোয়ালের

গুয়াহাটি (অসম), ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : দৃঢ়চেতা, নিঃস্বার্থ, দূরদর্শী, পরাক্রমী, সাহসী, বীর সেনানী লাচিত বরফুকন প্রদর্শিত মূল্যবোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মজবুত অসম গড়তে রাজ্যের নবপ্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল।

আজ মঙ্গলবার তাঁর সরকারি আবাসে লাচিত দিবস উপলক্ষ্যে বীর সেনানী লাচিত বরফুকনের চিত্রপটের সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন করে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন ব্যক্তির নেতৃত্ব এনে দিতে পারে সমাজের যুগান্তকারী পরিবর্তন। অসমের ইতিহাসে এক দুর্যোগপূর্ণ সময় এমন পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিলেন বীর লাচিত বরফুকন। তিনি ছিলেন এক অপরাজেয় ব্যক্তিত্ব ও সংগ্রামের প্রতীক।

প্রসঙ্গত, আজ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ডিব্রুগড় জেলার ধেমাজিতে বিস্তৃত কার্যসূচির মাধ্যমে লাচিত দিবস উদযাপনের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের প্রয়াণে ঘোষিত তিন দিবসীয় রাজ্য শোকের পরিপ্রেক্ষিতে ওই কার্যসূচি বাতিল করে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ আজ তাঁর সরকারি বাসভবনে মহাবীর লাচিত বরফুকনকে স্মরণ করে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন।

ভিলেজ লেভেল এন্টারপ্রিনিওর অ্যাসো-র করিমগঞ্জ জেলা কমিটি পুনর্গঠিত

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : ভিলেজ লেভেল এন্টারপ্রিনিওর অ্যাসোসিয়েশনের করিমগঞ্জ জেলা কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে। ভিলেজ লেভেল এন্টারপ্রিনিওর (ভিএলই) অ্যাসোসিয়েশন করিমগঞ্জ জেলার আহ্বানে শহরের এএসটিসি বাসস্ট্যান্ড লাগোয়া মঙ্গলদীপ বিবাহ ভবনে আয়োজিত সাধারণ সভায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একশোজন অংশগ্রহণ করেছিলেন।

সভার শুরুতে অ্যাসোসিয়েশনের তৎকালীন সভাপতি প্রবীরচন্দ্র দেব এবং সম্পাদক অরিজিৎ ভট্টাচার্য স্বাগত বক্তব্যে বিগত দিনের কার্যবিবরণী ও হিসাব-নিকাশ তুলে ধরেন। ২২ নভেম্বর আয়োজিত সভায় ভিএলই অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব সূচি অনুযায়ী সভাপতি পদত্যাগ করেন এবং আগের কমিটি ভেঙে নতুন কমিটি গঠনকল্পে অনুপম নাথের পরিচালনায় সভার পরবর্তী কার্যসূচি চলে। দীর্ঘ আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে পুনরায় প্রবীরচন্দ্র দেবকে সভপতি এবং দুজন উপ-সভাপতি যথাক্রমে রিয়াজ উদ্দিন আহমদ ও সৈয়দ সাহাব উদ্দিনকে মনোনীত করে ভিএলই অ্যাসোসিয়েশনের করিমগঞ্জ জেলা কমিটি গঠন করা হয়। সাধারণ সম্পাদক পদে অনুপম নাথ এবং দুই যুগ্ম-সম্পাদক যথাক্রমে বুধাদিত্য রায় এবং রাজীব সিনহা মনোনীত হয়েছেন। কোষাধ্যক্ষ মনোনীত হয়েছেন অনুপ দাস।এছাড়া কার্যনির্বাহী সদস্য পদে মনোনীত হয়েছেন অমিত সিনহা, দিব্যেন্দু দে, রাজন আহমদ চৌধুরী এবং হুসেন আহমদ। কমিটিতে একমাত্র মহিলা সদস্যা হিসেবে মনোনীত হয়েছেন হুসনা খানম।

এদিনের সভার সূচি অনুযায়ী করিমগঞ্জ জেলার পাঁচটি সার্কল ভিত্তিক উপসমিতি গঠন করা হয়েছে। এতে উত্তর করিমগঞ্জের উপসমিতির আহ্বায়ক স্মরিয়ম সরকার এবং কোষাধ্যক্ষ পদে আনোয়ার হুসেন চৌধুরীকে মনোনীত করা হয়েছে। দক্ষিণ করিমগঞ্জ সার্কলের উপসমিতির আহ্বায়ক ও কোষাধ্যক্ষ পদে মনোনীত হয়েছেন যথাক্রমে সুজিত দাস ও নারায়ণ রায়। বদরপুর সার্কলের উপসমিতির আহ্বায়ক ও কোষাধ্যক্ষ পদে মনোনীত হয়েছেন যথাক্রমে রুদ্রকান্ত দাস ও আব্দুল মুনিম। একইভাবে পাথারকান্দি সার্কলের উপসমিতির আহ্বায়ক ও কোষাধ্যক্ষ পদে মনোনীত হয়েছেন যথাক্রমে মামন রসিদ ও রিংকু চন্দ। রামকৃষ্ণনগর সার্কলের উপসমিতির আহ্বায়ক ও কোষাধ্যক্ষ পদে মনোনীত হয়েছেন যথাক্রমে দিলোয়ার হুসেন চৌধুরী ও ভানুলাল শুক্লবৈদ্য। পূর্বতন জেলা কমিটির সম্পাদক অরিজিৎ ভট্টাচার্যকে উপদেষ্টা পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে।

অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন সিএসসি-র ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার অপূর্ব গোয়ালা, সিএসসি-র গ্রামীণ সার্ভিস ইন্ডিয়া লিমিটেডের আসাম ভার্টিক্যাল-প্রধান মহেশ মোহন প্রমুখ। মহেশ মোহন ভারত সরকারের ই-গ্রামীণ স্টোর সম্পর্কে বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য পেশ করেছেন। তিনি 'ভোকাল ফর লোকাল'-এর প্রয়াস জেলাব্যাপী কার্যকর করতে উপস্থিত সকলকে উৎসাহিত করেন। এছাড়া সভায় প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছেন সিএসসি-র ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার অপূর্ব গোয়ালা। সম্পাদক অনুপম নাথের ধন্যবাদসূচক বক্তব্যের মাধ্যমে সভার কাজ সম্পন্ন হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ছবির সেটে নিজের সম্মান খুইয়েছেন ‘ব্যাটম্যান’

৩৪ বছর বয়সী রবার্ট প্যাটিনসনের শুরুটা হয়েছিল ২০০৫ সালে, লন্ডনের থিয়েটার থেকে সোজা ‘হ্যারিপটার অ্যান্ড দ্য গবলেট অব ফায়ার’—এ। তারপর ‘টোয়ালাইট’ সিরিজের অ্যাডওয়ার্ড কালেন থেকে রাতারাতি বিশ্বের প্রথম শ্রেণির তারকা বনে গেলেন।কত তরুণ—তরুণীর শৈশব—কৈশোরের স্মৃতি রাঙিয়েছে বেলা (ক্রিস্টেন সেটওয়ার্ট) আর অ্যাডওয়ার্ডের প্রেম, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু ‘টোয়ালাইট’ সিরিজের ছবিগুলো মোটেও পছন্দ নয় এই ছবির মূল অভিনেতা রবার্ট প্যাটিনসনের। কেবল অপছন্দ, তাই-ই নয়, ছবিগুলোকে রীতিমতো ঘৃণা করেন তিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানালেন, এ ছবির সেটে নিজের সম্মান খুইয়েছেন এই ‘ব্যাটম্যান’।শিগগিরই মুক্তি পাবে ক্রিস্টোফার নোলান পরিচালিত, নতুন এই ‘ব্যাটম্যান’ অভিনীত রহস্য ড্রামা ধাঁচের ছবি ‘টেনেট’। এরপর মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে ‘দ্য ডেভিল অল দ্য টাইম’। আর ২০২১ সালে গিয়ে মুক্তির কথা রয়েছে ‘দ্য ব্যাটম্যান’।এসব ব্যস্ততার মধ্যেই বড় পর্দার এই তারকা যে ছবিটি তাঁকে রাতারাতি এত বড় তারকা বানিয়েছে, সেই ছবি নিয়ে বললেন, “‘টোয়ালাইট” সিনেমার জন্য আমার যে ছবিগুলো তোলা হলো, সেগুলো দেখেও পছন্দ হয়নি। সেই ছবিগুলোতে আমাকে অদ্ভুত লাগছিল। চিত্রনাট্য, আয়োজন থেকে সবকিছুই বলছিল, এই সিরিজ চলচ্চিত্রের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় হিটগুলোর একটি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রাখে। আমার ক্যারিয়ার প্রতিষ্ঠার জন্যও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আমি মনপ্রাণ উজাড় করে নিজের কাজটা করেছি। কিন্তু কখনো এইসব “বাজে”, অদ্ভুত সিনেমা দেখিনি। এমনকি কেউ আমার সঙ্গে এই সিনেমা নিয়ে আলাপ জুড়তে এলেও বিরক্ত লাগত। এই ছবিতে আমি খুবই জাজমেন্টাল একটা চরিত্র করেছি। চরিত্রটি অনেকটাই মানসিক বিকারগ্রস্ত। ছবির সেটে এই চরিত্র হয়ে উঠতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, আমি আত্মসম্মান হারিয়েছি। মনে হয়েছে, আমি একটা খারাপ মানুষ।’

‘থ্রি ইডিয়টস’ পরিচালকের ওপরই ভর করছেন শাহরুখ

১৯৯২ সালে শাহরুখ খানের প্রথম ছবি ‘দিওয়ানা’ থেকে শুরু করে গত ২৮ বছরে কখনোই বলিউড থেকে এত দীর্ঘ ছুটি নেননি। না, দিন ফুরায়নি শাহরুখের। কথা দিয়েছেন, চলতি দশকেই তিনি ভক্তদের উপহার দেবেন তাঁর জীবনের সেরা ছবিগুলো। আর সেই উদ্দেশ্যে দীর্ঘ বিরতির পর এই বেলা ভর করলেন পরিচালক হিসেবে শতভাগ সাফল্যের অধিকারী রাজকুমার হিরানির ওপর।১৮ বছরে মাত্র পাঁচটি সিনেমা বানিয়েছেন রাজকুমার হিরানি। ‘মুন্না ভাই এমবিবিএস’, ‘লাগে রাহো মুন্না ভাই’, ‘থ্রি ইডিয়টস’, ‘পিকে’ আর ‘সঞ্জু’। আর প্রতিটি সিনেমা বক্স অফিসে একের পর এক রেকর্ড গড়া ব্লকবাস্টার হিট। এই পরিচালকের সঙ্গে কাজ করা তাই বলিউডের যেকোনো অভিনয়শিল্পীর জন্যই স্বপ্ন। বলিউডের খানদের ভেতর ‘মিস্টার পারফেকশনিস্ট’ আমির খানের পর এবার শাহরুখ খান আর এই মেধাবী পরিচালক মিলে কী উপহার দেন, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করছে বলিউড।যদিও শাহরুখ খানের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি। তবে ফিল্মফেয়ারের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, চলতি বছরের অক্টোবরেই শুরু হবে শুটিং। শাহরুখ খান এই পরিচালককে কেবল একটা শর্ত দিয়েছেন। বলেছেন, একবার সিনেমার শুটিং শুরু হওয়ার পর যেন মাঝপথে কোথাও আটকে না যায়, মুক্তি যাতে পিছিয়ে না যায়। সময়মতো শুটিং, পোস্ট প্রোডাকশন, প্রচারণা ও মুক্তি একেবারে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে যাতে হয়; সেটিই চাওয়া ‘চাক দে ইন্ডিয়া’, ‘ফ্যান’, ‘মাই নেম ইজ খান’, ‘মে হুঁ না’, ‘কুছ কুছ হোতা হ্যায়’খ্যাত শাহরুখের। ইতিমধ্যে এই চরিত্রের জন্য প্রস্তুতিও নিতে শুরু করেছেন। অর্থাৎ শুরু হয়ে গেছে প্রি—প্রোডাকশনের কাজ। ‘জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া’, ‘কেদারনাথ’, ‘মনমর্জিয়া’খ্যাত লেখক কণিকা ধীলন ও ‘থ্রি ইডিয়টস’, ‘পিকে’, ‘লাগে রাহো মুন্না ভাই’, ‘সঞ্জু’র লেখক (বলা যায় রাজকুমার হিরানির সিনেমার লেখক) আভিজাত জোশিএ দুজন মিলে চূড়ান্ত করছেন চিত্রনাট্য।শাহরুখের শেষ কয়েকটি ছবির কোনোটিই বক্স অফিসে আশানুরূপ ব্যবসা করতে পারেনি। ‘জিরো’ বক্স অফিস ও সমালোচকদুই জায়গাতেই পেয়েছে রসগোল্লা। শাহরুখকে অনেক দিন ধরেই ঠিক শাহরুখের মতো করে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই এবার ভেবেচিন্তে পা ফেলতে চান, যাতে পরিশ্রম আর প্রত্যাশার ফল মেলে। আর যাতে শাহরুখ ফিরতে পারেন চিরচেনা শাহরুখের মতোই।

মানসিক কারাগার থেকে পালাব?

লক্ষ জনম ঘুরে ঘুরে, আমরা পেয়েছি ভাই মানবজনম। / এই জনম চলে গেলে, আর পাব না---আর মিলবে না।/ তাঁরে হৃদমাজারে রাখিব-ছেড়ে দিব না। গানের এই কথাগুলোর ভেতর লুকিয়ে আছে মানবজীবনের মূল্য ও মাহাত্ম্য। পৃথিবীর সব প্রাণীই নিজ নিজ জীবনকে ভালোবাসে। জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য সব প্রাণীই আপ্রাণ চেষ্টা করে। মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়। তবে পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র প্রাণী, যারা তাদের জীবনকে বহুমুখী উপায়ে উপভোগ করে। ঠিক একই কারণে আমাদের জীবনের দুঃখগুলোও বহুমাত্রিক। আমাদের চাওয়া-পাওয়াগুলোও বহুমাত্রিক। এই বহুমাত্রিক চাওয়া-পাওয়া কিংবা সুখ-দুঃখের সঙ্গে ভারসাম্য রেখে আমরা জীবনযাপন করি। জীবন-ভারসাম্য কোনো কারণে নষ্ট হয়ে গেলে, না পাওয়া এবং দুঃখের মাত্রা বেড়ে গেলে, আমাদের জীবনে নেমে আসে মানসিক, শারীরিক, পারিবারিক ও সামাজিক বিপর্যয়।

অধিকাংশ মানুষ নিজের মানসিক চেষ্টায়, পরিবার ও বন্ধুবান্ধবের সহায়তায় বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠে। তবে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে কিছু মানুষ সেসব বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারেন না। ফলে তাঁদের জীবনকে ধীরে ধীরে ঘিরে ধরে কষ্ট ও হতাশার দেয়াল। তাঁরা বন্দী হয়ে যান যন্ত্রণার কারাগারের ভেতর, যেখানে কোনো আলো নেই, শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। মানসিক যন্ত্রণার কারাগার থেকে বের হওয়ার বিভিন্ন প্রচেষ্টা যখন বিফল হয় এবং অন্য কোনো সমাধান খুঁজে পায় না, তখন মানুষ এই অন্ধকারকে চিরস্থায়ী ভাবতে শুরু করে দেয়। ফলে ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে থাকে আশার আলো। ঠিক যে মুহূর্তে আশার আলোটা সম্পূর্ণ নিভে যায়, সে মুহূর্তেই একজন মানুষ আত্মহত্যার চেষ্টা করে বা আত্মহত্যা করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (২০১৪) মতে, প্রতি ৪০ সেকেন্ডে একজন মানুষ আত্মহত্যা করছে!

মানুষ কেন আত্মহত্যা করে অথবা করতে চায়

একজন মানুষের আত্মহত্যার পেছনে মানসিক, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান এককভাবে অথবা সামষ্টিকভাবে কাজ করে। তবে চরম বিপর্যয়ের ভেতর থাকা সত্ত্বেও, একজন মানুষের আত্মহত্যা করার বা না করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে তাঁর কাছে জীবনের অর্থ, চারপাশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্কগুলোকে তিনি কীভাবে দেখেন, বস্তুগত (টাকা-পয়সা, সম্পত্তি, বাড়ি, গাড়ি) ও অবস্তুগত (যশ-খ্যাতি, সুনাম, সম্মান) সম্পর্কগুলোকে তিনি কীভাবে দেখেন, তার ওপর। যাঁরা এসব সম্পর্ককে পরিবর্তনশীল না ভেবে চিরস্থায়ী ভাবেন এবং সম্পর্কগুলোকে সেলফ/আমি---এর অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করেন, তাঁদের ভেতর বিভিন্ন ধরনের হতাশা, বিষণতা, উদ্বিগ্নতা, নিদ্রাহীনতা ইত্যাদি সমস্যা সহজেই তৈরি হয় এবং আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি থাকে। কারণ, এ ধরনের জীবনদর্শনের মানুষের চিন্তাগত নমনীয়তা এবং প্রাকৃতিক নিয়ম তথা পরিবর্তনকে গ্রহণ করার সক্ষমতা কম থাকে।

ব্যক্তিজীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা

বিবেচনার ক্ষেত্রে যাদের নিজস্ব কোনো মানদণ্ড থাকে না, বরং বাইরের/সমাজের মানদণ্ড দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়, তাঁদের ভেতর পরিবেশগত মানসিক চাপ বেশি কাজ করে। এই ধরনের মাত্রাতিরিক্ত মানসিক চাপ থেকে মুক্তির জন্য অনেকে আত্মহত্যা করে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, যেসব মানুষ আত্মহত্যা করে, তারা মূলত শরীরকে হত্যা করতে চায় না, বরং মনের ভেতর জমে থাকা পাহাড়সমান কষ্ট ও বেদনাকে হত্যা করে মানসিক কারাগার থেকে মুক্তি পেতে চায়। আত্মহত্যাকারী বা আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে, এমন মানুষের ভেতর নিজের প্রতি ঘৃণা, অন্যের প্রতি ঘৃণা অথবা চারপাশের পরিবেশের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণাভাব কাজ করে। এই নেতিবাচক মনোভাব একজন মানুষকে নিজের ক্ষতি করতে অথবা আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে। এ ছাড়া এসব মানুষের ভেতর আবেগের পরিপক্ষতা, নিয়ন্ত্রণ এবং যা থেকে অন্তত পক্ষে কিছুটা হলেও বোঝা যাবে যে লোকটি মনে মনে আত্মহত্যার চিন্তা করছেন। তবে সার্বিকভাবে বলতে গেলে আত্মহত্যার আগে সচরাচর কিছু মানসিক ও শারীরিক পরিবর্তন ঘটে, যা খুব নিবিড়ভাবে এবং সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে হয়তো চোখে পড়বে না।

একজন মানুষের আত্মহত্যার আগে তাঁর ভেতর বিষণতার লক্ষণ দেখা দেয়। সব সময় হতাশামূলক কথাবার্তা বলে। কথাবার্তায় ও কাজে মৃত্যু প্রসঙ্গ বেশি উঠে আসে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক থেকে নিজেকে হঠাৎ গুটিয়ে নেয়। মেজাজ-মর্জির দ্রুত পরিবর্তন দেখা যায়। নিজেকে অন্যের বোঝা মনে করেন। শক্তিশালী কোনো এক ফাঁদে আটকে পড়ার কথা বলে। নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণের মাত্রা বেড়ে যায়। একেবারেই ঘুম হয় না অথবা অতিরিক্ত ঘুমায়। খাওয়াদাওয়া এবং ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় অনিয়ম দেখা যায়, যা আগে ছিল না। চরিত্রে হঠাৎ অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা যায়। এমন কিছু কাজ করে বা এমন ধরনের কথা বলে, যা দীর্ঘদিনের ধারাবাহিক চরিত্রের সঙ্গে মানানসই নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আত্মহত্যাকারী সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া নেতিবাচক ঘটনাপ্রবাহের ভেতর দিয়ে যায়। যেমন, প্রিয়জনের মৃত্যু, সম্পর্কের ছেদ, পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল, চাকরি চলে যাওয়া ইত্যাদি।

আত্মহত্যা প্রতিরোধের উপায়

আত্মহত্যা কারও কাম্য নয়। কাছের কোনো মানুষ আত্মহত্যা করুক, সেটাও কেউ চায় না। আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আত্মহত্যাকারীও কাছের পরিচিত মানুষজনের কাছ থেকে কোনো না কোনোভাবে সাহায্য খুঁজে বেড়ায়। কারণ, কেউ আসলে অকালে মরতে চায় না। আত্মহত্যার পূর্ব লক্ষণগুলো বিবেচনায় রেখে আপনি যদি বুঝতে পারেন যে কাছের কেউ একজন আত্মহত্যার পরিকল্পনা করছেন, তবে তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। আন্তরিকতার সঙ্গে এ ব্যাপারে খোলামেলা আলোচনা করতে হবে।

তবে যে বিষয়টা অবশ্যই মনে রাখতে হবে তা হলো, কথা বলতে হবে কম, শুনতে হবে বেশি। মনোযোগ দিয়ে কথা শুনলে তাঁর ভেতরের কষ্ট প্রকাশ করার ক্ষেত্র তৈরি হবে। কথা বলার সময় নিজের ব্যক্তিগত মতামত দেওয়া যাবে না। কোনটা ভালো, কোনটা খারাপ, কোনটা উচিত, কোনটা অনুচিত, তা বলা যাবে না। এতে সার্বক্ষণিকভাবে কারও তত্ত্বাবধানে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

এখন কথা হলো, আমার—আপনার যদি আত্মহত্যার চিন্তা আসে অথবা অনেক দিন ধরে আত্মহত্যার চিন্তা মনের ভেতর ঘুরপাক খায়, তাহলে কী করব? নিজের পরিবারের, পরিবারের বাইরের কাছের মানুষকে সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টা জানাতে হবে, যা ব্যবহার করে আত্মহত্যার চিন্তা করছেন, সেটা কোনোভাবেই ঘরের ভেতর রাখা যাবে না। অবশ্যই প্রফেশনাল মনোচিকিৎসকদের কাছ থেকে ওষুধের সাহায্য নিতে হবে, মনোবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে নিয়মিত সাইকোথেরাপি বা কাউন্সেলিং নিতে হবে।

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যত বেশি সম্ভব সময় কাটাতে হবে। সামাজিক সম্পর্কগুলোর আরও বেশি যত্ন নিতে হবে। কোনোভাবেই একা থাকা যাবে না। যেসব সমস্যা আত্মহত্যার চিন্তাকে প্রাথমিকভাবে উসকে দিচ্ছে। বিপরীত পক্ষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে পারবে না। তাই বিপরীত পক্ষের অনুভূতিগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে এবং কথা বলার মাধ্যমে বের করে আনতে হবে তিনি আসলেই আত্মহত্যা---সংক্রান্ত কোনো পরিকল্পনা করছেন কি না।

যদি পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্য বা কাছের কোনো মানুষকে বিষয়টি জানাতে হবে। পরিবারের কেউ বা ঘনিষ্ঠ কেউ পৌঁছার আগ পর্যন্ত তাঁর পাশে থাকতে হবে। আশপাশে দড়ি, বিষ, ব্লেড, চাকু, বন্দুক, হারপিক ইত্যাদি থাকলে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। তাঁকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

জন্ডিস হলে হেলাফেলা নয়

জন্ডিসের কথা শুনলে অনেকে ভাবেন, এ আর এমন কী; হরহামেশাই হচ্ছে, আবার টোটকা বা মামুলি কবিরাজি চিকিৎসায় ভালো হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু চিকিৎসক হিসেবে আমরা জন্ডিস হলে একটু চিন্তিতই হই বৈকি। জন্ডিস যে ধরনের বা যে কারণেই হোক, এটি সব সময়ই একটি গুরুতর উপসর্গ। জন্ডিস নিজে কোনো রোগ নয়, বরং অন্য কোনো রোগের লক্ষণ। ভাইরাস সংক্রমণ থেকে শুরু করে সিরোসিস বা ক্যানসারের মতো রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে দেখা দিতে পারে এই জন্ডিস। তাই জন্ডিস হলে অবহেলা করতে নেই। আগে জানা দরকার জন্ডিস বলতে আমরা কী বুঝি। মানুষের রক্তে অনেক উপাদানের মধ্যে বিলিরুবিন একটি। এই বিলিরুবিনের উৎপত্তি রক্তের লোহিত কণিকা থেকে। রক্তের লোহিত কণিকা যখন স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখনই লিভারে এই বিলিরুবিন তৈরি হয় এবং পরবর্তী সময়ে রক্তে প্রবাহিত হয়ে মল ও প্রস্রাবের সঙ্গে বের হয়ে যায়। এই বিলিরুবিনের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে এটি জমা হতে থাকে শরীরের বিভিন্ন কোষকলায়। আর তখন কোষকলার স্বাভাবিক রং পরিবর্তন হয়ে হলুদাভ হয়ে যায়। ত্বক ও চোখের ঝিল্লি হলুদ রং ধারণ করলে তা দৃশ্যমান হয় এবং জন্ডিস হয়েছে বলে শনাক্ত করা হয়।

জন্ডিস অনেক কারণে হয়ে থাকে। প্রথমত, যদি রক্তের লোহিত কণিকা অতিমাত্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে বেশি মাত্রায় বিলিরুবিন তৈরি হয়। যেমন থ্যালাসেমিয়া নামের রক্তরোগ। দ্বিতীয়ত, বিলিরুবিন তৈরির কারখানা তথা লিভারে কোনো সমস্যা দেখা দিলে জন্ডিস হবে। যেমন ভাইরাল হেপাটাইটিস, লিভার সিরোসিস, ক্যানসার। তৃতীয়ত, বিলিরুবিন যদি কোনো কারণে লিভার থেকে বের হতে না পারে, বাধাপ্রাপ্ত হলে জন্ডিস হয়। যেমন পিত্তনালির পাথর বা টিউমার।

কীভাবে বুঝবেন আপনার কোন ধরনের জন্ডিস হয়েছে? রোগের ইতিহাস ও লক্ষণ বিবেচনা করে কারণ অনেকাংশে শনাক্ত করা যায়। অল্প বয়স, জন্ডিসের সঙ্গে রক্তশূন্যতা থাকলে বুঝতে হবে লোহিত কণিকার মাত্রাতিরিক্ত ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকেই এর উৎপত্তি, যাকে মেডিকেলের পরিভাষায় হিমোলাইটিক জন্ডিস বলে। জ্বর, পেটের ডান দিকে ব্যথা, ক্ষুধামন্দা, বমি বা বমি ভাব হওয়ার পর চোখ ও জিব হলুদ হয়ে গেলে সাধারণত তাকে লিভারের প্রদাহ বা হেপাটাইটিস মনে করা হয়। জন্ডিসের মাত্রা যদি অনেক বাড়তে থাকে, আর সঙ্গে পেটব্যথা, কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, শরীরে চুলকানি থাকে, তখন পিত্তনালি বন্ধ হয়ে গিয়ে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। এতে সার্জারি লাগে বলে এর আরেক নাম সার্জিক্যাল জন্ডিস।

আমাদের দেশে সব বয়সের মানুষের অ্যাকিউট ভাইরাল হেপাটাইটিস বা ভাইরাসজনিত লিভারের প্রদাহ হওয়ার হার সবচেয়ে বেশি। করোনাভাইরাসের এই সময়ে ভাইরাস সবার কাছে একটি আতঙ্কের নাম। হেপাটাইটিস ভাইরাসের জন্যও এ কথা প্রযোজ্য। ইংরেজি অক্ষর দিয়ে এই ভাইরাসগুলোর নামকরণ করা হয়ে থাকে, যেমন এ, বি, সি, ডি এবং ই ভাইরাস। আমাদের দেশে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ই ভাইরাসের সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি। এ এবং ই ভাইরাস খাদ্য বা পানিবাহিত রোগ, অর্থাৎ দূষিত খাবার বা খাওয়ার পানির মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়ায় এবং সাধারণত কোনো দীর্ঘমেয়াদি সংক্রমণ তৈরি করে না। তবে কখনো কখনো মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। বি, সি এবং ডি ভাইরাস রক্তবাহিত, যা দূষিত রক্তের সংস্পর্শের কারণে হয়ে থাকে। এই ভাইরাসগুলোতে জটিলতাগুলো বেশি হয় এবং দীর্ঘমেয়াদি সংক্রমণ হতে পারে, যা থেকে সিরোসিস, ক্যানসারসহ নানা জটিল পরিণতির দিকে যেতে পারে।জন্ডিস একটি মারাত্মক ব্যাধি। জন্ডিস হলে বিলম্ব না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। রোগীর লক্ষণ শুনে এবং কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিতভাবে এর কারণ নির্ণয় করা যায়। তার পর কারণ অনুযায়ী ব্যবস্থা। স্বল্পমেয়াদি ভাইরাল হেপাটাইটিসের চিকিৎসা নিয়ে আমাদের দেশে অপচিকিৎসা হয় অনেক। ঝাড়ানো, মালা পড়া, নানান রকমের কবিরাজি ওষুধ বা লতাপাতা খাওয়া আমাদের সমাজে একশ্রেণির মানুষের কাছে জনপ্রিয়। জন্ডিস চিকিৎসায় এগুলোর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। উপরন্তু এসব কবিরাজি লতাপাতা-শিকড় অনেক সময় লিভারের মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং চিকিৎসা বিলম্বিত হওয়ারও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই ভাইরাসগুলোর একটি ভালো দিক হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আক্রান্ত ব্যক্তি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নিজে থেকেই সেরে ওঠেন। রোগীর পূর্ণ বিশ্রাম, স্বাভাবিক সুষম পুষ্টিকর খাবারের সঙ্গে উপসর্গ অনুযায়ী কদাচিৎ ওষুধ দেওয়া হয়। জন্ডিস রোগীর খাবার নিয়েও অনেক কুসংস্কার আছে।

মঙ্গলবার আগরতলায় ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আয়োজিত হয় সাংবাদিক সম্মেলনের। ছবি- নিজস্ব।

তুষারপাতের জেরে শৈত্যপ্রবাহ শুরু হিমাচল প্রদেশের একাধিক জেলায়

সিমলা, ২৪ নভেম্বর (হি. স.): উত্তর ভারতের রাজ্য হিমাচলপ্রদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে তুষারপাতের জেরে শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়েছে। লাহাউল স্পিতি, কিন্নর, কুল্লু ব্যাপক তুষারপাত হয়েছে। তুষারপাতের জেরে ওইসব অঞ্চলে বরফের চাদরে ঢেকে গিয়েছে। জনজীবন ব্যাহত হয়ে পড়েছে। রাস্তায় বরফ থাকায় দুর্ভোগে পড়েছে নিত্যযাত্রীরা।

লাহাউল স্পিতি এবং কুল্লুতে তুষারপাতের জেরে তাপমাত্রা মাইনাসে নেমে গিয়েছে। এই সকল অঞ্চলে থাকা পর্যটনস্থল যেমন কুফরি, মানালি, ডালৌসিতে জমিয়ে ঠান্ডা পড়েছে। লাহাউল স্পিতি জেলার সদর শহর কেলংগে তাপমাত্রা মাইনাস ২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এছাড়াও কল্পায় মাইনাস ১.৬, ডালৌসিতে ০.৯, মানালি ১.২, কুফরি ২.৪, সিয়ওবাগ ৫, সিমলা ৬.৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে আগামী ২৪ ঘণ্টায় সিমলা সহ অন্যান্য পার্বত্য শহরে তীব্র তুষারপাত হতে চলেছে। ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে তুষারপাত এবং মাঝারি বৃষ্টি হবে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে।

লুধিয়ানায় পরিবারের ৪ সদস্যকে কুপিয়ে খুন, অভিযুক্ত ৬০ বছরের পৌঢ়

লুধিয়ানা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): রোমহর্ষক ঘটনা পঞ্জাবের লুধিয়ানায়। পরিবারের ৪ জন সদস্যকে কুড়ুল দিয়ে গলা কেটে হত্যা করল বছর ৬০-এর একজন পৌঢ়। অভিযুক্ত পেশায় প্রোপার্টি ডিলার। লুধিয়ানার ময়ুর বিহার এলাকার ঘটনা। পরিবারের ৪ জন সদস্যকে হত্যা করার পর নিজের সুইফট গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত, পরে হামব্রান রোডে গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে কোথাও পালিয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, পারিবারিক বিবাদের কারণেই এই হত্যালীলা। যদিও, প্রকৃত কারণ তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

অভিযুক্তের নাম-রাজীব সোন্ডা (৬০)। মৃতরা হলেন, তার স্ত্রী সুনিতা (৫৫), ছেলে আশীষ (৩৫), আশীষের স্ত্রী গরিমা এবং আশীষের ১৩ বছরের ছেলে। অতিরিক্ত ডিসিপি-১ সমীর বর্মা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকাল ৬.৩০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। সমীর বর্মা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ৬০ বছর বয়সী রাজীবের বচসা হয়। এরপর তাঁর পুত্রবধূ নিজের বাবা-মা"কে শ্বশুরবাড়িতে ডাকেন। গরিমার বাবা-মা বাড়িতেই পৌঁছতেই, তাঁদের বসতে বলে অভিযুক্ত গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। গরিমার বাবা-মা দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় ৪ জনের দেহ পড়ে রয়েছে। অভিযুক্তের মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছে। রক্তমাখা কুড়ুল উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মহারাষ্ট্রে সক্ষম সরকার গড়তে প্রস্তুত বিজেপি : দেবেন্দ্র ফড়নবিশ

মুম্বই, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের সক্ষম সরকার গড়তে প্রস্তুত বিজেপি, এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। নিজেদের মধ্যে অন্তর্দন্দ্ব-এর কারণে যে কোন মুহূর্তে উদ্ধব ঠাকরের সরকার পড়ে যেতে পারে। ফলে বিজেপি সরকার তৈরি করার জায়গায় রয়েছে। এবারের শপথগ্রহণ ভোরে নয় সবার সামনে হবে বলে দাবি করেছেন তিনি।

সোলাপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দেবেন্দ্র ফড়নবিশ জানিয়েছেন, বর্তমানে মহারাষ্ট্রে যে সরকার রয়েছে তা অনৈতিকভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল। সরকারের অভ্যন্তরে কোন রকমের বোঝাপড়া নেই। মন্ত্রিসভার মধ্যেই মতানৈক্য বিস্তর রয়েছে। ফলে ভুগতে হচ্ছে রাজ্যবাসীকে। নিজেদের মধ্যে অন্তর্দন্দ্ব থাকার কারণে যে কোন সময় এই সরকার পড়ে যেতে পারে। সরকার গড়তে সক্ষম বিজেপি। বর্তমানে বিরোধী বেঞ্চে বসে যোগ্য বিরোধীদলের মতন কাজ করেছে বিজেপি। সরকার গড়তে তাড়াহুড়ো করবে না বিজেপি। রাজ্যের বর্তমান সরকারের পতনের পরেই বিজেপি সরকার গড়বে। প্রতাপ সরনায়েকের বাড়িতে ইডির তল্লাশির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন প্রতিহিংসার ভাবনা থেকে এমনটা করা হয়নি।

শিবসেনা বিধায়কের একাধিক আস্তানায় ইডির হানা, রাজনৈতিক তরজা চরমে

মুম্বই, ২৪ নভেম্বর (হি. স.): শিবসেনা বিধায়ক প্রতাপ সরনায়েকের বাসভবন এবং কার্যালয়ে এনফর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) হানা। দিল্লি থেকে আসা ইডির দল বিধায়কের দুই পুত্রর বাসভবন এবং কার্যালয়ে হানা দেয়। মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে এই তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। তল্লাশি চালিয়ে কি পাওয়া গেল তা এখনও পর্যন্ত ইডি তরফ থেকে জানানো হয়নি।

এদিন সকাল আটটায় প্রতাপ সরনায়েকের সম্পর্কিত মোট দশটি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগের ভিত্তিতে এই তল্লাশি অভিযান বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে প্রতাপের দুই পুত্র পূর্ববেশ এবং বিহঙ্গ নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। তল্লাশি অভিযান থেকে তাদের কার্যালয়ও বাদ যায়নি। এই তল্লাশি অভিযান প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রাজ্যের রাজস্বমন্ত্রী বালাসাহেব থরাট জানিয়েছেন, মহাবিকাশ আঘাড়ি সরকারের সঙ্গে যুক্ত নেতাদের উত্যক্ত ও চাপ সৃষ্টি করতে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে অনৈতিক ভাবে ব্যবহার করছে বিজেপি। কিন্তু রাজ্য সরকারের ওপর এর কোনও প্রভাব পড়বে না।

শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত জানিয়েছেন, ছয়ের পাতায়

কুম্ভের মেলায় প্রয়োজন করোনা প্রতিষেধকের, দাবি উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি. স.): মঙ্গলবার একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই বৈঠকে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত জানিয়েছেন, করোনা প্রতিশোধক যখন বন্টন করা হবে তখন আগামী বছর হরিদ্বারে আয়োজিত কুম্ভ মেলাকেও যেন গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিবেন্দ্র সিং রাওয়াত জানিয়েছেন, "আমরা বিশ্বাস করি করোনা প্রতিষেধক শীঘ্রই আমাদের বিশেষজ্ঞরা তৈরি করবে। প্রতিষেধকের সরবরাহ সুনিয়জিত ভাবে করার জন্য এখন থেকেই পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী বছরের জানুয়ারি থেকে এপ্রিলের কুম্ভের মেলার আয়োজন করা হবে। সেখানে বিপুল জনসমাগম হবে। এই মেলা আয়োজনের সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে পুলিশ প্রশাসন এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা উপস্থিত থাকবেন। প্রতিষেধক সরবরাহ করার সময় কুম্ভের মেলাকে যেন মাথায় রাখা হয়। স্টিয়ারিং কমিটির গঠন করা হয়েছে। জেলাস্তরে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রীদের প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের আট রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এই সকল রাজ্যগুলিতে করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

বিহারে স্পিকার পদে মনোনয়ন জমা অবধ চৌধুরীর, এনডিএ-র সিদ্ধান্ত শীঘ্রই

পাটনা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): বিহার বিধানসভার স্পিকার পদের জন্য মনোনয়ন জমা দিলেন মহাজোটের বিরোধী প্রার্থী এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-র বিধায়ক অবধ বিহারি চৌধুরী। মঙ্গলবার তেজস্বী যাদব-সহ অন্যান্যদের উপস্থিতিতে স্পিকার পদের জন্য মনোনয়ন জমা দিয়েছেন অবধ বিহারি চৌধুরী। আরজেডি জানিয়েছে, আরজেডি-র নেতা এবং ছ"বারের বিধায়ক অবধ বিহারি চৌধুরী বিধানসভার স্পিকার পদে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

মহাজোটের পক্ষ থেকে বিধানসভা পদের জন্য মনোনয়ন জমা পড়লেও, এনডিএ এখনও পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দেয়নি। তবে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক বিনয় সিনহা জানিয়েছেন, "আমাদের দল এবং এনডিএ-র নির্দেশ অনুযায়ী আমরা কাজ করব। এনডিএ জোটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্পিকার পদের জন্য মনোনয়ন জমা দেব আমরা। বিহারের প্রগতির জন্য শাসক দল এবং বিরোধীরা একসঙ্গে কাজ করবে।"

৩ বেড়ে তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু ১,৪৩৭ জনের, সুস্থতা ৯৫.২৮ শতাংশ

হায়দরাবাদ, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের খানিকটা বাড়ল। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৯২১ জন এবং দৈনিক মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ২.৬৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং এযাবৎ মৃত্যু হয়েছে ১,৪৩৭ জনের। স্বস্তি দিয়ে তেলেঙ্গানায় বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৫.২৮ শতাংশের বেশি।

মঙ্গলবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৯২১ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। সোমবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১১,০৪৭ জন। সোমবার সারাদিনে ৪২,৭৪০টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। এযাবৎ ৫২ লক্ষের বেশি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

১৪ বেড়ে ওডিশায় মৃত্যু ১, ৬৭১ জনের, করোনা-আক্রান্ত ৩,১৫,২৭১

ভুবনেশ্বর, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): ওডিশায় করোনাভাইরাসের দৌরাত্ম্য অব্যাহত। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওডিশায় নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৬৪২ জন। ফলে ওডিশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,১৫, ২৭১। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ১৪ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৬৭১। সুস্থতার সংখ্যাও দ্রুত বাড়ছে ওডিশায়, ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩,০৬,৭২৬ জন।

মঙ্গলবার সকালে ওডিশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৬৪২ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,১৫,২৭১। ওডিশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৬,৮২১ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ৩,০৬,৭২৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৪ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ১,৬৭১-এ পৌঁছেছে।

অত্যাধুনিক এয়ার ইন্ডিয়া ওয়ান বিমানে চেন্নাই যাত্রা করলেন রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি. স.): মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে অত্যাধুনিক বিলাসবহুল এয়ার ইন্ডিয়া ওয়ান বি ৭৭৭ বিমানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। উদ্বোধনের পর তিনি এই বিমানে করে যাত্রা করে দিল্লি থেকে চেন্নাইতে পৌঁছন। স্ত্রী সবিতা কোবিন্দকে নিয়ে বিধিবদ্ধভাবে আগে বিমানের পুজো করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। পুজোর পর বায়ুসেনা এবং এয়ার ইন্ডিয়ার আধিকারিকদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। তাদের সঙ্গে নিয়ে ছবিও তোলেন। পরে দক্ষিণ ভারতের চেন্নাই এর উদ্দেশ্যে এই বিমানে করে রওনা দেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী যখনই দেশে এবং দেশের বাইরে সরকারি কাজে যাবেন তখন তারা এই বিমানগুলো ব্যবহার করতে পারবেন।

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এই ধরনের দুটি বিমান আনিয়েছে ভারত। এই ধরনের বিমানের বহু বিশেষত্ব আছে। কার্যত আকাশপথে দুর্ভেদ্য দুর্গের মতন কাজ করে এই বিমানগুলি। অনেকটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারফোর্স ওয়ান এর ধাঁচে এই বিমানগুলি তৈরি করা হয়েছে। এই বিমানে বসে অনায়াসে একাধিক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, কাজ করা যায়। নির্দেশ দেওয়া যায়। এমনকি বৈঠক করা যায়। এই ধরনের বিমানের নিরাপত্তাব্যবস্থা অত্যাধুনিক। এই বিমানের যন্ত্রাংশকে কোন ভাবেই হ্যাক করা যায় না।

লাচিত বরফুকনকে শ্রদ্ধার্ঘ্য অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি.স.): অসমের মহান যোদ্ধা লাচিত বরফুকনের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আহোম সেনাবাহিনীর এই বীর সেনাপতির বিষয়ে দেশের তরুণ প্রজন্মের জানা উচিত। মাতৃভূমির রক্ষার্থে আক্রমণকারীদের পরাজিত করেছিলেন লাচিত বরফুকন বলে জানিয়েছেন অমিত শাহ।

মঙ্গলবার নিজের টুইট বার্তায় অমিত শাহ লিখেছেন, বীর যোদ্ধা আহোম সেনার মহান সেনাপতি লাচিত বরফুকনের বিষয়ে তরুণ প্রজন্মের জানা উচিত। মাতৃভূমিকে রক্ষার্থে শরাইঘাটের যুদ্ধে আক্রমণকারীদের পিছু হটতে বাধ্য করেছিলেন তিনি। তাঁর বীরত্ব আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, মহান যোদ্ধা বীর সেনানী লাচিত বরফুকনের জন্ম ১৬২২ সালের ২৪ নভেম্বর হয়েছিল। বরফুকন হচ্ছে তার পদবী। যার অর্থ সেনাপতি। সামন্ত বংশে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও মাটির খুব কাছাকাছি ছিলেন তিনি। নিজের সহ-সৈনিকদের সঙ্গে এক সঙ্গে চলাফেরা ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, সহজ-সরল জীবনযাপন করতেন তিনি। ফলে তাঁর নেতৃত্বে মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আহোম সেনা অনুপ্রাণিত

ছয়ের পাতায়

ইন্দোর থেকে দিল্লি উদ্দেশ্যে রওনা দিল বিক্ষুব্ধ কৃষকের দল

ইন্দোর, ২৪ নভেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দিল্লিতে আগামী ২৬ এবং ২৭ নভেম্বর বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। এই সমাবেশে যোগ দিতে মহারাষ্ট্রের মালওয়া, নিমারের কৃষকেরা মঙ্গলবার ইন্দোর হয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। এই সকল কৃষকেরা অখিল ভারতীয় কিষাণ সংঘর্ষ সমিতির ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্য মেধা পাটেকরের নেতৃত্বে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছে। লক্ষণীয় যে সারা ভারতের ৩০০ বেশি কৃষক সংগঠন এই বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেবে।

মঙ্গলবার সকালে ইন্দোরের আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে জমায়েত করে কিষান সংঘর্ষ সমিতি, কিষান ক্ষেতমজুর সংগঠন, কিষান সভা বেটা সহ একাধিক কৃষক সংগঠনের সদস্যরা। সেখানে তাদেরকে নেতৃত্ব দেন মেধা পাটেকর। বরিষ্ঠ এই সমাজকর্মীর নেতৃত্বে বিক্ষুব্ধ কৃষকেরা গীতা ভবনে এসে পৌছন। গীতা ভবনে এসে কৃষকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন মেধা পাটেকর, মোহন মাথুর, রামবাবু অগ্রওয়াল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

নিজেদের বক্তব্যে তারা দাবি করেন মোদী সরকার নতুন কৃষি আইনের মাধ্যমে কৃষকদেরকে পুঁজিপতিদের হাতের পুতুলে পরিণত করবে। দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে নষ্ট করার চক্রান্ত চলছে। এদিনের এই সভা থেকে দাবি করা হয় দিল্লিতে আগামী ২৬ ও ২৭ নভেম্বরের সভায় ১০ লক্ষকৃষক উপস্থিত থাকবে। এরপরই দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া হয়।

অগ্নিমিত্রা পালকে ১০ দফা প্রশ্ন ব্যথিত বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবার সাতসকালে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে রাজ্য বিজেপি-তে আলোড়ণ দেখা দেয়। তিনি বিজেপি-র রাজ্য কমিটির সদস্য। দলের মহিলা মোর্চার সভাপতি অগ্নিমিত্রা পালের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তিনি।

উদ্দেশ্য করে ফেসবুকে পরপর ১০টি পয়েন্ট লিখে নিজের রাজনৈতিক বা সাংগঠনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ব্যাপারে জানিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে এদিন বৈশাখী মনে করিয়ে দেন যে, বিজেপি—তে যোগ দেওয়ার আগে তাঁর একটিই পরিচিতি ছিল। আর তা হল ফ্যাশন ডিজাইনার। আর তিনি নিজে ছিলেন রাজনৈতিক নেত্রী।

অগ্নিমিত্রার বিরুদ্ধে 'অনাকাঙ্ক্ষিত বক্তব্য' করার অভিযোগ আনেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, এক জনপ্রিয় সংবাদ চ্যানেলে অগ্নিমিত্রা পাল বলেছেন, 'দলে বৈশাখীদি এবং শোভনদার অবশ্যই প্রয়োজন। দল তাঁদের সম্মান করে। কিন্তু শোভনদা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর জায়গাটাই আলাদা।'

এই কথাটিকে ঘিরেই আপত্তি জানিয়েছেন বৈশাখী। প্রশ্ন তুলেছেন তাঁকে 'কম গুরুত্বপূর্ণ' কেন ভাবা হল তা নিয়ে। ফেসবুকে বৈশাখী বলেছেন, 'বিজেপি মহিলা মোর্চার সভাপতির বক্তব্যটি খুবই মজাদার। আমি অবাক হয়েছি এই ভেবে যে তাঁকে এই অনাকাঙ্ক্ষিত বক্তব্য করার পেছনে কী বা কে উস্কানি দিয়েছে!'

অন্যদিকে বৈশাখীর কটাক্ষ, 'অগ্নিমিত্রা পাল যখন বিজেপি—তে যোগ দিয়েছিলেন তখন তাঁর কেবল একটিই পরিচয় ছিল। তিনি ছিলেন এক বিখ্যাত। তাঁর কিন্তু কোনও রাজনৈতিক পরিচয় ছিল না বা কোনও কার্যকর রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেননি তিনি।' বৈশাখীর মতে, 'বিজেপি—র মহিলা মোর্চাকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো বিরাট কাজ পাওয়ার পর নিজেকে ধন্য মনে করা উচিত অগ্নিমিত্রার।'

এর পরই বৈশাখী তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনের কীর্তি, রাজনৈতির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। ফেসবুক তাঁর পোস্টে বিভিন্ন সভা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে নিজের বেশ কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছেন বৈশাখী। তিনি পয়েন্ট করে মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'আমাকে কোনও পাত্রে রাজনৈতিক পদ সাজিয়ে দিয়ে পরিবেশন করা হয়নি। আমি বিভিন্ন বেআইনি কার্যকলাপ ও অনিয়মের বিরুদ্ধে আমার সংগ্রামের স্বীকৃতি পেয়েছি। আমাকে ওয়েবকুপার (ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি প্রফেসরস অ্যাসোসিয়েশন) সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছিল।' পুরুলিয়া থেকে বর্ধমান, গোসাবা থেকে গড়িয়া, ধর্মতলা থেকে যাদবপুর, নানা স্থানে এই সংগঠনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একসময় ছুটে বেরিয়েছেন বৈশাখী। এই কথাও উল্লেখ করেছেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে কয়েক মাস ধরে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে সভা, মিছিল করছেন অগ্নিমিত্রা। তার পাল্টা হিসেবেই ফেসবুক পোস্টে বৈশাখীর কটাক্ষ, 'ভোটে লড়ার টিকিট পাওয়ার লোভে নয়, সংগঠনের নেত্রী হিসেবে সংগঠনের স্বার্থে এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত ছুটে বেরিয়েছি একসময়।'

বৈশাখী জানিয়েছেন, 'একজন প্রশংসিত শিক্ষাবিদ হওয়া ছাড়াও আমি নারী, সংখ্যালঘু এবং সমাজের প্রান্তিক শ্রেণির জন্য কাজ করেছি। আমি নিরক্ষরতা, পারিবারিক হিংসা ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াই করার চেষ্টা করেছি। ফেসবুকে বা টুইটারে কিছু ছবি পোস্ট করে আমি জনসমর্থন বা সাধারণ মানুষের ভালবাসা অর্জন করিনি। আমি মিছিলে হেঁটেছি। রাজনৈতিক বিক্ষোভে যোগ দিয়েছি। জনসভায় অংশ নিয়েছি।'

বৈশাখী আরও জানিয়েছেন, বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় তাঁর পাশে সবসময় দাঁড়িয়েছেন। বিভিন্ন জনসভা, বৈঠকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। অন্য দলের হয়েও ব্যক্তিগত আক্রমণ করেননি তৃণমুলের এক মুখপাত্র। সরাসরি বলেছেন, 'সংবাদমাধ্যমে আপনার বক্তব্য আমাকে আরও বেদনা দিয়েছে। কারণ, কোনও বিরোধী দল নয়, আমার নিজের দলের সহকর্মীর দ্বারাই আমাকে সমালোচিত হতে হল।'

বৈশাখীর কথায়, তাঁর কোনও রাজনৈতিক 'গডফাদার' নেই বলে দাবি করে বৈশাখী দু'দলের কিছু বরিষ্ঠ নেতার নামোল্লেখ করে বলেছেন, 'আমি ভাগ্যবান যে রাজনৈতিক জীবনে আমি এই নেতাদের পাশে পেয়েছি। এঁদের মত বড় মাপের রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছি। শোভন চট্টোপাধ্যায় আমার পরামর্শদাতা। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তিনি আমাকে নম্র, সরল হতে শিখিয়েছেন।'

ইংরেজিতে তাঁর দীর্ঘ পোস্টের শেষে বৈশাখী এদিন মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন, 'সমস্ত শব্দ খুবই মূল্যবান। সেগুলি অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। আপনার এই দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যে কিন্তু শোভন কোনওভাবেই খুশি হননি। তিনি আপনার কথায় চরম বিরক্ত এবং অসন্তুষ্ট।"

এ প্রসঙ্গে অগ্নিমিত্রার প্রতিক্রিয়া চাইলে এই প্রতিবেদককে বলেন, ''আমি তো ওই সাক্ষাৎকারে অপমান বা অসম্মানজনক কোনও মন্তব্য করিনি। বরং বৈশাখীর নামে ভাল কথাই বলেছি। আমার কাছে সাক্ষাৎকারের মূল (আনকাট) রেকর্ডিং আছে। চ্যানেল এডিট করে কী সম্প্রচার করেছে জানিনা। তবে, এ প্রসঙ্গে আমি কোনও প্রতিক্রিয়া দেব না। চাই না এ নিয়ে বিতর্ক হোক।

গুরু তেগ বাহাদুরকে বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর (হি. স.): নবম শিখ গুরু তেগ বাহাদুরের প্রয়াণ বার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ, উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, গুরু তেগ বাহাদুরের শহীদ দিবস উপলক্ষে বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি। জনগণের আস্থা, বিশ্বাস এবং অধিকার রক্ষা করার জন্য সর্বোচ্চ বলিদান দিয়েছিলেন তেগ বাহাদুর। তাঁর শিক্ষা এবং কাজ প্রত্যেককে মানবপ্রেম এবং দেশভক্তির ভাবনায় অনুপ্রাণিত করবে।

উপরাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নাইডু নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, গুরু তেগ বাহাদুর নিঃস্বার্থভাবে সমাজের সেবা, শান্তি এবং সার্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ব এর বাণী প্রচার করেছিলেন। জনগণের মানবাধিকার রক্ষার্থে গুরু তেগ বাহাদুরের সর্বোচ্চ বলিদান আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে যাবে।

মঙ্গলবার আগরতলায় সকালে চোর সন্দেহে এক ব্যক্তি আটক করে জনতা। ছবি- নিজস্ব।

বাংলায় করোনা নিয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে, মোদীর সঙ্গে বৈঠকে জানালেন মমতা

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি. স.): রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও সচেতনতার অভাব রয়েছে। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকে এমনটাই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন পশ্চিমবঙ্গ সহ আট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বাঁকুড়ার সার্কিট হাউস থেকে এদিনের ভার্চুয়ালি বৈঠকে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও রাজ্যের তরফে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বাস্থ্য সচিব। অন্যদিকে, কেন্দ্রের তরফে এদিন উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন, নীতি আয়োগের সদস্য (স্বাস্থ্য) তথা কেন্দ্রের কোভিড টাস্ক ফোর্সের প্রধান ভি কে পাল-সহ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের আধিকারিকরা।

বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি জানতে চান কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা। সেখানে রাজ্যের পরিস্থিতি অনেকখানি নিয়ন্ত্রণে সেকথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। তবে করোনা নিয়ে রাজ্যে এখনও সচেতনতার অভাব আছে। অনেকেই করোনা বিধি শিকেয় তুলে মাস্ক পরছেন না'। তিনি আরও বলেন, 'মানুষ ভাবছেন যে কোভিত-১৯ মহামারী শেষ হয়ে গিয়েছে। শুধু উত্তর ২৪ পরগনার মানুষ মাস্ক পরছেন। বাঁকুড়ায় কেউ সতর্ক হচ্ছেন না। কারণ তাঁরা মনে করছেন যে মহামারী চলে গিয়েছে'।

প্রসঙ্গত, আজ বৈঠকের আগে গতকালই কোভিড টিকা নিয়ে খাতড়ার প্রশাসনিক সভামঞ্চ থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, 'ইঞ্জেকশন দেওয়ার নামে নাটক করছে। ইঞ্জেকশন আসতে আসতে ৮ মাস লেগে যাবে। ইঞ্জেকশন আমরাও দিতে পারি। শুধু বলো, কার থেকে নিতে হবে?'

অন্যদিকে, এদিন জিএসটি বাবদ কেন্দ্রের কাছে যে টাকা প্রাপ্য আছে রাজ্যের, তা আবশ্যিকভাবে মিটিয়ে দেওয়ার সওয়াল করেছেন মমতা।

তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ নেতা মিহির গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করলেন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : বেশ কিছুদিন ধরেই প্রকাশ্যে নেতৃত্বের প্রতি জেহাদ ঘোষণা করছেন কোচবিহার দক্ষিণের তৃণমূল বিধায়ক মিহির গোস্বামী। সাংবাদিকদের কাছে তাঁর অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করার বাসনার কথাও জানিয়েছেন। তা সত্বেও বিধায়কের সঙ্গে দেখা করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ক্রমশই জোরাল হচ্ছে। যা যথেষ্ট অস্বস্তিতে ফেলেছে ঘাসফুল শিবিরকে। তাই তা মেটাতে তৎপর রাজ্য নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, দিনকয়েক আগে মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বিনয়কৃষ্ণ বর্মন এবং জেলা তৃণমূল সভাপতি পার্থপ্রতিম রায়কে কলকাতায় ডেকে পাঠানো হয়। ওই বৈঠকে মিহির গোস্বামীর অভিমান প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। যা মিটিয়ে নিতেও বলা হয়। সূত্রের খবর, রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ পালনেই মিহির গোস্বামীর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ গিয়েছিলেন। তবে তাতে সংঘাত যে মেটেনি। দলের প্রতি যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে তা আগেই জানিয়েছেন মিহিরবাবু। ক্ষোভের কারণও ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে বারবার উল্লেখ করেছেন।

মঙ্গলবার সকালে একটানা প্রায় ৪০ মিনিট কথা হল দু'জনের। রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন, মানভঞ্জনের চেষ্টাতেই কী সাক্ষাৎ, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চলছে জোর আলোচনা। এর আগেও কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়কের বাড়িতে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তবে সেদিন বিধায়কের সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁর।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

করোনা আবহে বড়দিন নিয়ে ইতিমধ্যেই ভাবনা শুরু কলকাতা পুলিশের

কলকাতা,২৪ নভেম্বর (হি স): শহর জুড়ে এখনও রাজ করছে অদৃশ্য অচেনা ভাইরাস করোনা। চোখে দেখা না গেলেও এই ভাইরাস কতটা ভয়ঙ্কর তা আর বুঝতে বাকি নেই শহরবাসীর। কিন্তু এরই মাঝে আর কয়েকদিন পরেই চলে আসবে ডিসেম্বর মাস। আর ডিসেম্বর মানেই শহরবাসী মাতে বড়দিনের আনন্দে। যদিও চলতি বছর করোনা আবহে বড়দিন। আর তাই আগেভাগেই বড়দিনের ভাবনা শুরু কলকাতা পুলিশের।

প্রতিবছরই বড়দিনে উপচে পড়া ভিড় হয় পার্কস্ট্রিটে। আলোর সাজে সেজে ওঠে পার্কস্ট্রিট চত্বর। কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমায় বড়দিনে পার্কস্ট্রিটের সাজ দেখতে। তিনি চলতি বছর করোনা আবহে কিভাবে সম্ভব এত মানুষের সমাগম সেই চিন্তায় পড়েছে পুলিশ আধিকারিকরা। প্রতিবছরই পার্কস্ট্রিট সংলগ্ন পানশালা ও রেস্তরাঁগুলি থাকে ভরতি। বিশেষ করে ক্রিসমাস থেকে শুরু করে বর্ষবরণ পর্যন্ত উপচে পড়া ভিড় থাকে পাক স্ট্রিট সংলগ্ন এলাকায়। কিন্তু চলতি বছর ভিড় এড়াতে দুর্গাপূজার ক্ষেত্র বেঁধে দেওয়া হয়েছিল একাধিক নিয়মাবলী। বেশিভাগ পুজো প্যান্ডেলে ভার্চুয়াল পুজো দেখার ব্যবস্থা করেছিল। আর করোনা আবহে বড়দিনের ক্ষেত্রেই সেই পথেই হাঁটার কথাই ভাবছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

সূত্রের খবর, এই বছর যাতে পার্ক স্ট্রিট ও সংলগ্ন অঞ্চলে অতিরিক্ত ভিড় না হয়, তার জন্য পরিকল্পনা শুরু করছে পুলিশ। পুলিশের মতে, করোনা পরিস্থিতিতে এই উৎসব ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে হওয়া অনেক বেশি নিরাপদ। শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত হবে সেই বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। তবে, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে এই বিষয়ে প্রাথমিকভাবে বৈঠক করতে পারেন পুলিশ আধিকারিকরা এমনটাই খবর সূত্রের।

গোয়ালপাড়ায় পুকুর থেকে দুটি জীবন্ত এবং ধানখেতে একটি বুনোহাতির মৃতদেহ উদ্ধার

গোয়ালপাড়া (অসম), ২৪ নভেম্বর (হি.স.) : নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত দশরাপাড়ার মাটিয়া গ্রামের ধান খেত থেকে রহস্যজনকভাবে উদ্ধার হয়েছে একটি পূর্ণ বয়স্ক বুনো হাতির মৃতদেহ। এদিকে একই গ্রামের পুকুরে পড়েছে দুটি বুনো হাতি। তাদের একটি মহিলা এবং অপরটি শাবক।

বন দফতরের কর্মীরা এসকেভেটরের সাহায্যে পুকুর থেকে শাবক সব পূর্ণ বয়স্ক হাতিটিকে উদ্ধার করেছেন। এদিকে একই গ্রামে একটি বুনো হাতির মৃত্যুর ঘটনায় রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। কেননা, মৃত হাতিটিক দেহে কোনেও আঘাতের চিহ্ন না পাওয়ায় তার মৃত্যু কীভাবে হয়েছে তা নিয়ে গ্রামের মানুষ এবং বন দফতর ভাবনায় পড়েছে। কীভাবে হাতিটির মৃত্যু হয়েছে সে সম্পর্কে বন দফতরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা পরীক্ষা নীরিক্ষা শুরু করেছেন বলে জানা গেছে।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে বুনো হাতির দল অঞ্চলে ব্যাপক উপদ্রব চালিয়ে আসছে। হাতি-মানুষের সংঘাতে এই ঘটনা সংঘটিত হতে পারে স্থানীয় মানুষ সন্দেহ করছেন।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে ফের বকেয়া জিএসটি চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি. স.) : করোনা পরিস্তিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকেও বকেয়া জিএসটির প্রসঙ্গ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, রাজ্যগুলির জিএসটি পাওনা মিটিয়ে দেওয়া উচিত কেন্দ্রীয় সরকারের। পাশাপাশি করোনা মোকাবিলায় বাংলা গোটা দেশের তুলনায় ভাল কাজ করছে বলেও দাবি করলেন তিনি।

এর আগেও বার বার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে জিএসটি বকেয়া নিয়ে অভিযোগ করেছেন মমতা। তবে এবার সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সামনে ভার্চুয়াল বৈঠকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'করোনার সঙ্গে লড়তে গেলে অর্থ প্রয়োজন। যে সমস্ত রাজ্যের জিএসটি বাবদ বকেয়া রয়েছে তা অবিলম্বের মিটিয়ে দেওয়া উচিত কেন্দ্রের।' এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নির্দিষ্ট কোনও উত্তর না মিললেও করোনা নিয়ে আরও সতর্কতা অবলম্বন করার বার্তা দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী।

এদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল বৈঠকের মূল লক্ষ্য ছিল করোনা নিয়ন্ত্রণের টিকা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বাংলা একটি সংবেদনশীল রাজ্য, বাংলাদেশ-ভুটানের সীমান্ত এই রাজ্যে রয়েছে। মমতার দাবি, দেশগুলি থেকে রোগীরাও বাংলায় চিকিৎসার জন্য আসে। ফলে বাংলাদেশে করোনা রোগীর পরিমাণ বাড়লে তা এ রাজ্যেও প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার রোগীরাও এ রাজ্যে চিকিৎসার জন্য আসে বলে দাবি করেন তিনি। তা সত্ত্বেও অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাংলায় মৃত্যুর হার কম বলে জানান। তাঁর মতে অন্যান্য বছরে রাজ্যে এর চেয়ে বেশি মানুষ ডেঙ্গু, কিডনির রোগ বা হৃদরোগে মারা যেতেন। সে তুলনাতেও রাজ্যে এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

বাঁকুড়ায় প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন বিজেপি-র

বাঁকুড়া, ২৪ নভেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবার বাঁকুড়ায় প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে বিজেপি। নেতৃত্বে ছিলেন বাঁকুড়ার বিজেপি সাংসদ ডঃ সুভাষ সরকার। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁকুড়া, জঙ্গলমহল সফর নিয়ে আক্রমণ শানান।

সুভাষবাবু বলেন, বিগত ৯ বছরে জঙ্গলমহলে কোনো উন্নয়ন হয়নি। এখন ভোটের জন্য মুখ্যমন্ত্রী আসছেন বাঁকুড়া। শুধু তাই নয় পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদে ২০২০ সালে কোনও টাকা বরাদ্ধ হয়নি কেন, তিনি এই প্রশ্ন রাখেন মাননীয়ার উদ্দেশে। ২০০৬ সালের আইন মোতাবেক আদিবাসীদের মধ্যে পাট্টা বিলি করার কথা থাকলেও তা হয়নি।

সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে ২লক্ষ বাইক বিলি করার ঘোষণা প্রসঙ্গে তিনি জানান, বিগত কিছু বছর ব্যাঙ্কগুলিতে কোনো নির্বাচন হয়নি। ফলে ব্যাঙ্কগুলির মারফত বাইক দিলে তা সত্যিকারের অভাবী মানুষদের কাছে পৌঁছাবে না, সরকারি অর্থ অপব্যয় হবে।

এদিন মিছিলকারীদের হাতে ছিল বিভিন্ন শ্লোগানের পোস্টার। তাতে লেখা ছিল 'বিরোধীশূণ্য ডাক দিয়ে বিরোধী হত্যা/ জঙ্গলমহলে এটাই দিদির সফল প্রকল্প', 'আদিবাসী মেরে আদিবাসী প্রেম/ তৃণমূল শেম শেম', 'চুরি হয়েছে লক্ষ কোটি/ চুরি করেছে হাওয়াই চটি, 'লুঠছে ভাইপো মজায় আছে পিসী/ কাঁদছে শুধু জঙ্গলমহলবাসী', 'জঙ্গলমহলে নাটকবাজী/ দিদিমনির শুধু প্রতিশ্রুতি' প্রভৃতি।

আশিস রায়

তিনের পাতার পর

বহু টেলিভিশন শো, সিরিয়াল এবং সিনেমায় পরিচিত মুখ ছিলেন আশিস রায়। বানেগি আপনি বাত, সাসুরাল সিমার কা, রিমিক্স সহ বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় সিরিয়ালে অভিনয় করেছেন তিনি। গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকবার অভিনেতা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন এবং আর্থিক সমস্যার সম্মুখীনও হয়েছিলেন। লকডাউনের পর কাজ না থাকায় আরও আর্থিক সমস্যায় ভুগছিলেন বলে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন অভিনেতা। অভিনেতার ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর, সোমবার ডায়ালিসিস করতে গিয়েছিলেন তিনি। এমনিতেই বেশ কয়েকদিন ধরে শারীরিরক অসুস্থতা ছিল। বাড়ি ফিরে গভীর রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কো-মর্বিডিটির কারণে রাজ্যে মৃত্যুরোধ সম্ভব হচ্ছে না, ভার্চুয়াল বৈঠকে মমতা

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি. স.): রাজ্যে সুস্থতার হার বাড়লেও, কো-মর্বিডিটির কারণেই মৃত্যু রোখা সম্ভব হচ্ছে না। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকের পর এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন পশ্চিমবঙ্গ সহ আট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বাঁকুড়ার সার্কিট হাউস থেকে এদিনের ভার্চুয়ালি বৈঠকে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও রাজ্যের তরফে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্বাস্থ্য সচিব। অন্যদিকে কেন্দ্রের তরফে এদিন উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন, নীতি আয়োগের সদস্য (স্বাস্থ্য) তথা কেন্দ্রের কোভিড টাস্ক ফোর্সের প্রধান ভি কে পাল-সহ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের আধিকারিকরা।

মূলত এ দিন যে সমস্ত রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি সঙ্কটজনক সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদেরকে নিয়ে বৈঠক ডাকেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনায় পাশাপাশি, কি কারনে মৃত্যুহার ও সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না সেই সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে বাংলা ভালো কাজ করলেও আনুষঙ্গিক রোগের কারণে মৃত্যু হার রোখা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

করোনা আবহে ভিড়ঠাঁসা কোলে মার্কেটে

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর (হি স): দমকা হাওয়ার মত শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য অচেনা ভাইরাস করোনা। যত সময় বাড়ছে ততই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য এই ভাইরাস। করোনা সংক্রমনের হাত থেকে বাঁচতে গেলে চিকিৎসকরা বারবার বলছেন সুরক্ষা দূরত্ব বজায় রাখতে। কিন্তু চিকিৎসকদের সেই সমস্ত কথাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শহরের বাজার গুলোতে উপচে পড়া ভিড়। মঙ্গলবার করোনা আবহে ভিড়েঠাঁসা কোলে মার্কেটে।

শহরজুড়ে ক্রমাগত আতঙ্ক বাড়াচ্ছে করোনা। যাতে শহরবাসি রাস্তায় বেরোলে মুখে মাস্ক পরে সুরক্ষা দূরত্ব বজায় রাখে তার জন্য ক্রমাগত মাইকিং চালাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। কিন্তু কলকাতার বাজার এলাকাগুলি দেখলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা এখনও আসেনি তা স্পষ্ট। করোনা আতঙ্কের মাঝেই শিয়ালদহের কোলে মার্কেটে ভিড়ঠাঁসা। ভিড়েঠাঁসা মার্কেটে মাস্ক ছাড়াই ক্রেতা, বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে চলছে দরাদরি করে বেচাকেনা। কারুর কারুর কাছে মাস্ক থাকলেও সেটা হাতে ঝুলছে অথবা গলায়। মুখে কারুরই নেই মাস্ক।

বেতন

● **প্রথম পাতার পর**

আসা শত শত ভুক্তা বিদ্যুৎ বিলের টাকা জমা দিতে পারে নি।

উল্লেখ্য গন্ডাছড়া বিদ্যুৎ দপ্তর বেসরকারী কোম্পানির হাতে চলে যাওয়ায় একদিকে যেমন মহকুমার সাধারণ মানুষ সঠিক ভাবে পরিষেবা পাচ্ছে না, অন্য দিকে ভুক্তাদের হাতে মাসের শেষে মর্জিমাফিক বিল ধরিয়ে দিচ্ছে। এতে করে বেসরকারী বিদ্যুৎ পরিষেবায় গোটা মহকুমাবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিচ্ছে।

রোডে

● **প্রথম পাতার পর**

অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন মোটর শ্রমিক এবং মালিকরা।যতদিন পর্যন্ত এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হবে ততদিন পর্যন্ত তারা আমবাসা গন্ডাছড়া সড়কে যাত্রীবাহী যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখবেন বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

একটানা তিনদিন ধরে আমবাসা গন্ডাছড়া সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকলেও প্রশাসনের তরফ থেকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এর ফলে যাত্রীদুর্ভোগে আরো চরম আকার ধারন করার আশঙ্কা রয়েছে।অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান করে যাত্রীবাহী যানবাহনে চলাচলের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে সাধারণ মানুষের তরফ থেকে প্রশাসনের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

প্রশ্ন

● **প্রথম পাতার পর**

ত্রিপুরার ওই প্রস্তাব। তাতে মাস দুয়েক সময় লাগবে বলে তিনি মনে করছেন। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রের অনুমোদন পাওয়ার পর শুরু হবে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া। তিনি জানান, ওই জমিতে প্রায় ৮ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া যাবে। আপাতত ব্রু শরণার্থী পরিবার রয়েছে ৬,৯৬০। ফলে, ব্রু-দের পুনর্বাসন দিয়ে আরও প্রচুর জমি রয়ে যাবে। সেখানে অন্য ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়ার চিন্তাভাবনা করবে রাজ্য সরকার।

সরকারি তথ্য এবং জেএমসি-র কর্মকাণ্ডে ধারণা করা হচ্ছে, পুনর্বাসন নিয়ে আন্দোলনের নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে। কারণ, ত্রিপুরা সরকার কোথাও বলেনি কাঞ্চনপুরে সমস্ত ব্রু শরণার্থী পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। এমন-কি, আজ সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সে-কথা স্পষ্ট করে জেএমসি-র প্রতিনিধিরাও বলেননি। স্বাভাবিকভাবে, এডিসি নির্বাচনের প্রাক্কালে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় দেও নদীর তীরে পরিবেশকে অশান্ত করে তোলার পেছনে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি রয়েছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এমনিতেই বিজেপি এবং আইপিএফটি পানিসাগরে অবরোধ কর্মসূচি চলাকালীন দুজন নিরীহ মানুষের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে দাবি করেছে। ফলে জেএমসি-র লাগাতার আন্দোলন গভীর ষড়যন্ত্রের পরিণাম নয়তো, এমনটা ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

আহত তিন

● **প্রথম পাতার পর**

অফিসে যান। অফিসের কাজকর্ম সেরে প্রায় সময়ই লাইন গাড়িতে যাওয়া-আসা করেন। কোন সময় গাড়ি পেতে অসুবিধা হলে বন্ধুদের বাইকে বাড়ি চলে আসেন। নিজে বাইক চালাতে পারেন না। আজ অফিসের কাজ শেষে নলছরের বন্ধু অপু দেবনাথের বাইকে চড়ে অপর বন্ধু উদয়পুর খিলপাড়ার বিশ্বজিৎ শুক্ল দাস সহ তিন বন্ধু মেলাঘর পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত আসার জন্য বাইকে আরোহী করে। একটু আসার পর সোনামুড়া নতুন পেট্রোল পাম্পের সামনে আসামাত্র একটি মহেন্দ্র বোলেরো প্যাসেঞ্জার গাড়ির সাথে সংঘর্ষে তিন বন্ধুই আহত হন। স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় সোনামুড়া হাসপাতালে তিন জনকে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক কাসেমকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অন্য দুই বন্ধুর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদেরকে জি বি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

কমিটি ঘোষণা

আটের পাতার পর

বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।রাজ্য কমিটির প্রত্যেক কর্মকর্তা ও সদস্যদের নিজ নিজ এলাকায় সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির ওপর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

শাহের

পাচের পাতার পর

হয়েছিল। ১৬৭১ সালে শরাইঘাট (গুয়াহাটিতে অসমের প্রবেশদ্বার) যুদ্ধে প্রবল প্রতাপশালী মোগল সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে ছিলেন লাচিত বরফুকন। ঔরঙ্গজেবের অসম জয়ের স্বপ্নকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন বীর লাচিত।

বনধ

● **প্রথম পাতার পর**

মঞ্চের সভাপতি রঞ্জিত নাথ।

তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকারের সাথে ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনে আমাদের আপত্তি নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার আমাদের দাবি বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। শুধু তা-ই নিয়ে, প্রশাসনের শীর্ষ কর্তা এবং মন্ত্রিসভার সদস্যের সাথে এ-বিষয়ে চূড়ান্ত বৈঠক হবে। তাই, বনধ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা। সাথে তিনি যোগ করেন, গত আট দিনে কাঞ্চনপুর মহকুমাবাসী নানাভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। আর্থিক দিক দিয়ে তাঁদের ক্ষতি হয়েছে। এ-সমস্ত বিষয় বিবেচনায় রেখেই বনধ প্রত্যাহার করা উচিত বলে আমরা মনে করেছি।

এদিকে, ত্রিপুরা জাতি-জনজাতির মিলনস্থল। ব্যক্তিস্বার্থে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। কাঞ্চনপুরে অনির্দিষ্টকালের বনধ সম্পর্কে এভাবেই উষ্মা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর সাফ কথা, সকলের সহমতের ভিত্তিতেই বাস্তুচ্যুত ব্রু অভিবাসীদের পুনর্বাসন হবে। তাই, গুজবে কান দেবেন না, সতর্ক করলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনের বিরোধিতা করে কাঞ্চনপুরে অনির্দিষ্টকালের বনধ পালিত হয়েছে। দাবি আদায়ে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি টানা ৯ দিন বনধ পালন করার পর আজ প্রত্যাহার করেছে। তাঁদের জাতীয় সড়ক অবরোধে সংঘটিত সংঘর্ষে দুজন প্রাণ হারিয়েছেন। তাতে পরিস্থিতি ভীষণ জটিল রূপ নিয়েছে।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ত্রিপুরা জাতি-জনজাতির মিলনস্থল। কোনওভাবেই এখানে বিভেদ সৃষ্টি হতে দেওয়া যাবে না। তাঁর কথায়, জাতি-জনজাতির বিভেদের কারণে অতীতে এ-রাজ্যের অনেক লোকসান হয়েছে। নতুন করে লোকসান হোক, চাইছি না। তাঁর সাফ কথা, ত্রিপুরায় এখন ব্যক্তিস্বার্থে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। ওই ষড়যন্ত্র থেকে ত্রিপুরাকে বাঁচাতে হবে।

তাঁর দাবি, জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি, ব্রু অভিবাসী এবং সাধারণ নাগরিক, সকলে মিলে সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ব। তিনি বলেন, বাস্তুচ্যুত ব্রু অভিবাসীদের পুনর্বাসন সকলের সহমতের ভিত্তিতেই হবে। দুই পক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হবে। তাঁর বক্তব্য, ব্রু-দের পুনর্বাসন নিয়ে ত্রিপুরায় অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। তাঁর সাফ কথা, ব্রু-দের শুধু কাঞ্চনপুরে নয়, ত্রিপুরার ছয়টি জেলায় বিভিন্ন স্থানে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। তাই, গুজবে কান দেবেন না, ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে পরামর্শ দিয়ে বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

সুস্থতা এবং মৃত্যুর নিরিখে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভালো স্থানে রয়েছে ভারত। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে পিএম-কেয়ার্স-এরও। পিএম কেয়ার্স-এর সহায়তায় হাজার-হাজার নতুন ভেন্টিলেটর উন্নত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে সরবরাহ করা হয়েছে। এ জন্য ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অক্সিজেন এবং ভেন্টিলেটর উপলব্ধ করার ক্ষেত্রেও মনোনিবেশ রয়েছে। আমরা মেডিকেল কলেজ এবং জেলা হাসপাতালগুলিকে অক্সিজেন জেনারেশনের ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করছি। দেশে ১৬০টিরও বেশি অক্সিজেন উৎপাদনের প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রচেষ্টা চলছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''সুস্থতার হার দেখে অনেকেই মনে করেছেন, ভাইরাস দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তাঁরা শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন। এজন্যই ব্যাপক অসতর্কতা দেখা দিয়েছে। যাঁরা ভ্যাকসিন নিয়ে কাজ করছেন, তাঁরা নিজেদের কাজ করছেন। মানুষজনকে সতর্ক হতে হবে এবং সংক্রমণ রুখতে হবে। পজিটিভিটিটি রেট ৫ শতাংশের নীচে আনতে হবে আমাদের। সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'' ভ্যাকসিন বিতরণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান, রাজ্যের সঙ্গে সম্মিলিত সমন্বয় করে ভ্যাকসিন বিতরণ কৌশল তৈরি করা হবে। রাজ্যগুলিরও উচিত কোল্ড স্টোরেজ সুবিধাগুলি শুরু করা। ভাক্সিনকে সর্বনিম্ন স্তরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলির কী পরিকল্পনা রয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত পরিকল্পনা পাঠান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভ্যাকসিনের বিষয়ে ভারতের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে তা বিশ্বের বড় বড় দেশেরও নেই। আমাদের কাছে স্পিড যতটা জরুরি, ততটাই জরুরি সুরক্ষা। ১৩০ কোটি দেশবাসীর উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''আমাদের আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে। করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শুরু থেকেই প্রাণ বাঁচানোকেই প্রাথমিকতা দিয়েছি আমরা। এখন ভ্যাকসিন আসার পরও, সকলের কাছে ভ্যাকসিন পৌঁছে দেওয়াই আমাদের প্রাথমিকতা হবে।'' প্রধানমন্ত্রী জানান, দেশ ও আন্তর্জাতিক স্তরে কোভিড ভ্যাকসিন তৈরি হওয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। যদিও, সমস্ত সম্ভাবনার জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি। রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনা করেই সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।''

রাজ্যে

● **প্রথম পাতার পর**

শাসক দলের নেতারা বলতেন বিরোধীরা ঈর্ষা করছে তাই এমন কথা বলতে পারে।

এখন দলের বিধায়করাই বলতে শুরু করেছেন শাসক দল এক্ষেত্রে কিছু বলছে না বলে দাবি করে মানিক সরকার বলেন তাদের কাছে বলারও কোন শব্দ নেই। চলমান পরিস্থিতি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং সামগ্রিক বিষয়গুলো নিয়ে এদিন রীতিমত বিজেপির দিকে নিশানা করে আক্রমণ তেজি করেছেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন মানুষ বলতে শুরু করেছে। যে ধর্মঘটের আহ্বান করা হয়েছে সেই ধর্মঘটে সামিল হবেন। মানিক সরকারের দাবি তারা কখনোই পিকেটিং করবে না। আন্দোলনে অংশগ্রহণে তারা বরাবরই ভূমিকা পালন করছে। যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তারজন্য তিনি বর্তমান সরকার এবং তার পরিচালিত রাজনৈতিক দল বিজেপিকে দায়ী করেন।

বিধানসভা নির্বাচনের আগে যারা ডাবল ইঞ্জিনের কথা বলছিল। তারাই এখন দেখতে পারছে ডাবল ইঞ্জিন সর্বনাশ ডেকে এনেছে। মানিক সরকার ছাড়াও এদিনের আয়োজনে মানিক দে, পবিত্র কর সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রেখেছেন। বনধকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রচার কর্মসূচি জারি রাখা হয়েছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে এ সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক চর্চাও চলছে। সামনে এডিসি এবং পুর সংস্থাগুলোর নির্বাচন। এই নির্বাচনের আগে এই বনধকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক শক্তির মহড়াও দেওয়া হচ্ছে। বনধকে কেন্দ্র করে শাসক দল এবং তার বিভিন্ন সংগঠন প্রচারে মাঠে নামলেও এই বনধ যে রাজনৈতিক শক্তিতে বার্তা দিতে চলেছে সেই বিষয়টিও সামনে চলে এসেছে। শাসক দল বনধের বিরোধীতায় প্রচারে মাঠে নেমেছে।

বাস্তবিক বিষয়গুলো নিয়ে দলমত নির্বিশেষে সকল অংশের মানুষকে জড়ো করে এই বনধ সর্বাত্মক সফল করার প্রচেষ্টা জারি রেখেছে বামেরা। বনধকে কেন্দ্র করে শাসকদলের তরফেও পাল্টা প্রচার চলছে।

এক যুবকের

আটের পাতার পর

দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। জল থেকে ওই যুবককে উদ্ধার করে তারা তাকে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে ওই যুবক কল্যাণপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।নেশাগ্রস্ত ওই যুবক কেন জলে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে সে সম্পর্কে অবশ্য বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। কল্যাণপুর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।এই ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

তরজা চরমে

পাচের পাতার পর

প্রতাপ সরনায়েক আমাদের বিধায়ক। কেউ যদি মনে করে চাপ সৃষ্টি করে রাজ্য সরকার গঠন করবে তবে সেটা ভুল ভাবনা। বিজেপির চক্রান্ত সফল হবে না। কোনভাবেই মাথা নত করা হবে না। লড়াই জারি থাকবে। আমাদের কোন বিধায়ক ভেঙে পড়বে না।

রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি কিরীট সোমাইয়া জানিয়েছেন, ইডি পর্যাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতেই তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে। প্রমাণ ছাড়া এরকম পদক্ষেপ গ্রহণ করে না ইডি। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে গোটা বিষয়টি দেখা উচিত নয়।

অঙ্গন

এইবারের বিপক্ষে ফিরছেন আজার-আসেনসিও

পুনরায় শুরু হওয়া লা লিগায় মাঠে নামার আগে দারুণ এক সুখবর পেল রিয়াল মাদ্রিদ। চোট কাটিয়ে এই ম্যাচের দলে ফিরেছেন ফরোয়ার্ড এদেন আজার ও মার্কো আসেনসিও।আলফ্রেদো দি স্তেফানো স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রোববার রাত সাড়ে ১১টায় এইবারের মুখোমুখি হবে রিয়াল।আসেনসিও দলে ফিরলেন ১১ মাস পর। গত বছরের জুলাইয়ে আর্সেনালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে বাঁ পায়ের হাঁটুতে চোট পেয়ে ছিটকে পড়েন লম্বা সময়ের জন্য। ২০১৯-২০ মৌসুমে তিনি আর মাঠে নামতে পারবেন না বলেই ধারণা করা হয়েছিল। তবে করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বদলে গেছে পরিস্থিতি, যা তাকে সুযোগ করে দিয়েছে এই মৌসুমেই আবার মাঠে নামার।আজারের ক্ষেত্রেও বিষয়টি অনেকটা

একইরকম। তার ডান পায়ে অস্ত্রোপচার হয় গত মার্চে; তাতে মৌসুমের বাকিটা শেষ হয়ে যাওয়ার শঙ্কা ছিল প্রবলভাবে।

তবে লিগ স্থগিত থাকায় গত তিন মাসে সেরে ওঠার সুযোগ পেয়েছেন বেলজিয়ান ফরোয়ার্ড। নতুন করে নিজেকে প্রমাণের সুযোগ পেয়েছেন অভিষেক মৌসুমে এখন পর্যন্ত মাত্র একটি গোল করা আজার। মৌসুমের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে এই দুজনকে ফিরে পেয়ে বেশ খুশি জিদান। "ভালো খবর হলো, তারা দুজনই অন্য খেলোয়াড়দের মতো প্রস্তুতির সময় পেয়েছে। আসেনসিও স্বাভাবিকভাবে অনুশীলন করছে, আজারও তাই। দুজনকেই পাওয়া যাবে (এইবারের বিপক্ষে)। এটি আমাদের জন্য ভালো খবর।" নতুন করে ফেরার আগে অবশ্য একটা শূন্যতা আছে রিয়াল শিবিরে। লুকাস ভাসকেসকে পাচ্ছে না দলটি। মার্কার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পেশির চোটে ভুগছেন তিনি। ক্লাবের পক্ষ থেকে অবশ্য তেমন কিছু জানানো হয়নি। তবে এইবার ম্যাচে ২৩ জনের স্কোয়াডে তাকে রাখেননি কোচ জিদান। লিগে বাকি আছে ১১ রাউন্ডের খেলা। শীর্ষে থাকা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বার্সেলোনার চেয়ে ২ পয়েন্ট পিছিয়ে আছে রিয়াল।

ফাইনালে ইউভেন্তুসের প্রতিপক্ষ নাপোলি

আগের দিন এসি মিলানকে পেছনে ফেলে ফাইনালে উঠেছে ইউভেন্তুস। এবার নির্ধারণ হয়ে গেল ইতালিয়ান কাপের শিরোপা লড়াইয়ে তাদের প্রতিপক্ষও। মিলানের আরেক দল ইন্টার মিলানকে হারিয়ে টুর্নামেন্টের শেষ ধাপে পা রেখেছে নাপোলি।নাপোলির মাঠ সান পাওলোয় শনিবার রাতে শেষ চারের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। তবে প্রথম লেগে ১-০ গোলে জেতায় দুই লেগ মিলে ২-১ অগ্রগামিতায় ফাইনালে ওঠে নাপোলি।ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটে ক্রিস্তিয়ান এরিকসেনের অসাধারণ গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার। ডেনমার্কের এই মিডফিল্ডারের ডান পায়ের বাঁকানো কর্নারে বল সবাইকে ফাঁকি দিয়ে শেষ মুহূর্তে গোলরক্ষক দাভিদ অসপিনার পা ছুঁয়ে জালে জড়ায়।৪১তম মিনিটে খেলার ধারার বিপরীতে দারুণ এক পাল্টা-আক্রমণে সমতা টানেন ড্রিস মের্টেন্স। ক্ষিপ্র গতিতে বল পায়ে ডি-বক্সে ঢুকে লরেন্সো ইনসিনিয়ে পাস বাড়ান ডানদিকে। ফাঁকায় বল পেয়ে প্লেসিং শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন মের্টেন্স।এতে নাপোলির হয়ে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড গড়েছেন বেলজিয়ামের এই ফরোয়ার্ড। ১২১ গোল করে এতোদিন রেকর্ডে তার সঙ্গী ছিলেন স্লোভাকিয়ার মারেক হামসিক।আগামী ১৭ জুন রোমের ফাইনালে টুর্নামেন্টের রেকর্ড ১৩ বারের চ্যাম্পিয়ন ইউভেন্তুস মুখোমুখি হবে নাপোলি।

'নেতা-গোলদাতা' রোনালদোর অভাব বোধ করে রিয়াল

গোল করায় তার জুড়ি ছিল না। সেই সঙ্গে আরও ভালো করতে উজ্জীবিত করতেন সতীর্থদের। দলে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর এই ভূমিকাগুলো রিয়াল মাদ্রিদ খুব মিস করে বলে জানিয়েছেন দলটির মিডফিল্ডার লুকা মদ্রিচ।রিয়ালের হয়ে দীর্ঘ ৯ বছরের বর্ণিল ক্যারিয়ারের ইতি টেনে ২০১৮ সালের জুলাইয়ে ১১ কোটি ২০ লাখ ইউরো ট্রান্সফার ফিতে সেরি আ চ্যাম্পিয়ন ইউভেন্তুসে নাম লেখান রোনালদো।রিয়ালের হয়ে চারটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও দুটি লা লিগাসহ অসংখ্য শিরোপা জেতেন রোনালদো। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ক্লাবের ইতিহাসে রেকর্ড ৪৫০ গোল করা পর্তুগাল অধিনায়ক সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে থাকার সময় বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার জেতেন চারবার।রিয়ালের হ্যাটট্রিক চ্যাম্পিয়ন্স লিগ শিরোপা জয়ে রোনালদোর ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তার চলে যাওয়ার পরের মৌসুমে প্রতিযোগিতাটির শেষ ষোলো থেকে বিদায় নেয় দলটি।ইউরোপ সেরা প্রতিযোগিতার এবারের আসরেও খুব একটা ভালো অবস্থানে নেই মাদ্রিদের দলটি। করোনাভাইরাসের কারণে মৌসুম স্থগিত হওয়ার আগে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে তারা ঘরের মাঠে ম্যানচেস্টার সিটির কাছে হারে ২-১ ব্যবধানে।বর্ষসেরা ফুটবলার হওয়ার লড়াইয়ে রোনালদো ও লিওনেল মেসির এক দশকেরও বেশি সময় ধরে চলা আধিপত্যে ছেদ ঘটিয়ে ২০১৮ সালে পুরস্কারটি জিতে নেন মদ্রিচ। সোমবার গাজ্জেত্তা দেল্লো স্পোর্তকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এক সময়ের সতীর্থকে প্রশংসায় ভাসান এই ক্রোয়াট তারকা।"রোনালদো সর্বকালের সেরাদের একজন। আমরা তার গোল ও অনুপ্রেরণাদায়ী ভূমিকার অভাব অনুভব করি। ক্রিস্তিয়ানো সবসময় জিততে চায়। সে আমাদের অনুপ্রাণিত করত এবং সেরাটা বের করে আনত।""একজন মানুষ হিসেবে সে দশে দশ। বড় হৃদয়ের এবং প্রয়োজনের সময় সবাইকে সহযোগিতা করতে সে সবসময় প্রস্তুত।"নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়েও কথা বলেন ৩৪ বছর বয়সী মদ্রিচ। সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ের দলের সঙ্গে তার চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২০-২১ মৌসুম শেষে। এখানেই ক্যারিয়ার শেষ করার ইচ্ছা তার। এরপর চেষ্টা করবেন কোচ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে।"আরও দুই বছর বা তারও বেশি সময় সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলতে পারব বলে আমার বিশ্বাস। এরপর দেখব, পরিস্থিতি কি দাঁড়ায়। আমি রিয়ালে ক্যারিয়ারের ইতি টানতে চাই, কিন্তু এটা নির্ভর করছে ক্লাবের ওপর।"

সুয়ারেসকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে নারাজ বার্সা কোচ

চোট কাটিয়ে দীর্ঘ দিন পর দলে ফেরা লুইস সুয়ারেসকে নিয়ে কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চান না বার্সেলোনা কোচ কিকে সেতিয়েন। তাই পরীক্ষিত স্ট্রাইকার ও আক্রমণে লিওনেল মেসির বিশ্বস্ত সঙ্গী উরুগুয়ের এই তারকাকে আগামী ম্যাচে শুরুর একাদশে খেলানোর ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি তিনি।করোনাভাইরাসের কারণে লম্বা বিরতির পর মঙ্গলবার কাম্প নউয়ে প্রথম ম্যাচ খেলবে বার্সেলোনা; প্রতিপক্ষ লেগানেস। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত ২টায়।

পুনরায় শুরু হওয়া লা লিগায় নিজেদের প্রথম ম্যাচে গত শনিবার মায়োর্কাকে ৪-০ গোলে হারায় বার্সেলোনা। ওই ম্যাচে আক্রমণভাগে মেসির সঙ্গী ছিলেন আঁতোয়ান গ্রিজমান ও ফেব্রুয়ারিতে দলে ভেড়া মার্টিন ব্রাথওয়েট। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি হিসেবে নেমে ৩০ মিনিট খেলেন সুয়ারেস।জানুয়ারিতে হাঁটুর অস্ত্রোপচার করানোয় এ মৌসুমে সুয়ারেসের খেলার বাস্তবিক কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তবে করোনাভাইরাসে বদলে যাওয়া প্রেক্ষাপটে সেরে উঠে এই ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফেরেন উরুগুয়ের স্ট্রাইকার।দলের মূল স্ট্রাইকারের ফেরা স্বস্তি হয়ে এসেছে বার্সেলোনার জন্য। তবে সদ্য চোট কাটিয়ে ফেরায় তারকা খেলোয়াড়কে নিয়ে ঝুঁকি নিতে চান না কোচ। লেগানেস ম্যাচের আগের দিন সোমবার ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এমনটি জানান সেতিয়েন।"আগামীকাল লুইস সুয়ারেস শুরুর একাদশে থাকবে কি-না এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেইনি, তার সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমাদেরকে খুব সতর্ক হতে হবে। চোটের কারণে লম্বা সময় বাইরে থেকে ফেরার পর পেশির চোটে পড়া খুবই স্বাভাবিক।"

আক্রমণভাগ সাজাতে প্রয়োজনে তাই গ্রিজমানের ওপরে আস্থা রাখছেন কোচ।"গ্রিজমান প্রায় সব ম্যাচই খেলেছে। এটা ঠিক, এখন আরও বেশি খেলোয়াড় আছে এবং ম্যাচে সবাইকে ভাগাভাগি করে খেলানো যাবে...গ্রিজমান আক্রমণভাগে মুখ্য ভূমিকা পালন করে যাবে, সে খুবই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়।"কে শুরুর একাদশে থাকল বা না থাকল, এটা গুরুত্বপূর্ণ নয় সেতিয়েনের কাছে। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সবাইকে খেলানোর পক্ষে তিনি। ঠাসা সূচিতে খেলোয়াড়রা যেন ক্লান্ত হয়ে না পড়ে, এজন্য তার এই পরিকল্পনা।লিগে এখনও ১০ রাউন্ডের খেলা বাকি। শিরোপা ধরে রাখার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ২ পয়েন্টে এগিয়ে বার্সেলোনা।

পরের ম্যাচেই শিরোপা চাই বায়ার্নের

বাকি তিন রাউন্ডে একটি জয় পেলেই লক্ষ্য পূরণ হবে বায়ার্ন মিউনিখের। অন্য কোনো হিসেব ছাড়াই টানা অষ্টমবারের মতো নিশ্চিত করবে লিগ শিরোপা। তবে অপেক্ষায় থাকতে চান না দলটির কোচ হান্স ফ্লিক। পরের ম্যাচেই পরতে চান মুকুট।অবনমনের শঙ্কায় থাকা ভার্ডার ব্রেমেনের মাঠে আগামী মঙ্গলবার খেলতে নামবে বায়ার্ন। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ১২টায়।এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে দলে ফিরছেন মৌসুমের সর্বোচ্চ গোলদাতা রবের্ত লেভানদোভস্কি এবং এক মৌসুমে সর্বোচ্চ অ্যাসিস্টের রেকর্ড থেকে এক ধাপ দূরে থাকা টমাস মুলার। হলুদ কার্ডের খাড়ায় গত শনিবার বরুসিয়া মনশেনগ্লাডবাখের বিপক্ষে দলের ২-১ গোলে জেতা ম্যাচে ছিলেন না আক্রমণভাগের এই দুই খেলোয়াড়।এক দশক ধরে ব্রেমেনের মাঠে জয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছে বায়ার্ন। এই সময়ে এখানে ১২টি ম্যাচ জিতেছে তারা। আগামী ম্যাচে সংখ্যাটাকে ১৩ করতে পারলেই নিশ্চিত হবে তাদের ৩০তম লিগ শিরোপা। ফ্লিকের অভিষেক মৌসুমে 'ট্রেবল' জয়ের লক্ষ্যে প্রথম ধাপ পেরুবে তারা। কোচিং ক্যারিয়ারে প্রথম লিগ শিরোপা

জয়ের স্বাদ পেতে মোটেও দেরি করতে চান না গত নভেম্বরে দায়িত্ব পাওয়া ফ্লিক।"মঙ্গলবারেই আমরা কাজটা শেষ করতে চাই। এটাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা দারুণ ছন্দে আছি এবং জয়ের ধারা ধরে রাখতে চাই।""লক্ষ্য হলো ব্রেমেনে আবারও জেতা। আমরা হিসেবটা চুকিয়ে ফেলতে চাই।"শেষ ১০ লিগ ম্যাচেই জিতেছে বায়ার্ন।

আসছে ম্যাচে জিতলে তালিকার দ্বিতীয় স্থানে থাকা বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের চেয়ে ১০ পয়েন্টে এগিয়ে যাবে দলটি। ডর্টমুন্ডেরও হাতে আছে তিন ম্যাচ।গত ডিসেম্বরে প্রথম লেগে ব্রেমেনকে ৬-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল বায়ার্ন। জোড়া গোল করেছিলেন লেভানদোভস্কি। এখন পর্যন্ত তার গোলসংখ্যা ৩০। মৌসুমে ২০ অ্যাসিস্ট করা মুলারও সেদিন পেয়েছিলেন জালের দেখা।চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলে লেভানদোভস্কি করেছেন ৪৫ গোল। আর এক গোল করলেই বুন্ডেসলিগায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ড গড়বেন তিনি। ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ মৌসুমেও লিগে ৩০ গোল করেছিলেন এই পোলিশ স্ট্রাইকার।শেষ দুই ম্যাচে জয় পেলেও বায়ার্নের পারফরম্যান্স আশানুরূপ ছিল না। গত বুধবার আইনট্রাখট ফ্রাঙ্কফুর্টকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে জার্মান কাপের ফাইনালে ওঠে তারা। তিন দিন পর একই ব্যবধানে মনশেনগ্লাডবাখকে হারিয়ে পৌঁছে যায় লিগ শিরোপার খুব কাছে।চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে চেলসির মাঠে ৩-০ গোলে জিতে কোয়ার্টার-ফাইনালে এক পা দিয়ে রেখেছে বায়ার্ন। তাতে সাত বছরের মধ্যে দ্বিতীয় ট্রেবল জয়ের আশা ভালোভাবেই টিকিয়ে রেখেছে জার্মানির সফলতম দলটি। ২০১২-১৩ মৌসুমে ট্রেবল জয়ের কীর্তি গড়েছিল তারা।

স্টোকসের এক আচরণে আপ্লুত আর্চার

ব্যাপারটা জফরা আর্চারের জন্য আবেগেরই। বেন স্টোকসকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সেই আবেগটা তিনি গোপন রাখেননি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের সময় স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করে তিনি সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন। প্রচণ্ড খারাপ সময়ে তাঁর পাশে স্টোকস দাঁড়িয়েছিলেন। বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সহমর্মিতার হাত। আর্চার তো আবেগী হবেনই।ঘটনাটা তিনি খুলে বলেছেন ব্রিটিশ গণমাধ্যমে লেখা এক কলামে। সেই সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানের বিপক্ষে পরের টেস্ট দুটিতে স্টোকসকে ইংল্যান্ড পাচ্ছে না বলে। বাবার অসুস্থতার খবর শুনে ইংলিশ অলরাউন্ডার পাড়ি দিয়েছেন তাঁর জন্মভূমি নিউজিল্যান্ডে।

NOTICE INVITING TENDER (4th Call)

Sealed quotation in plain paper are hereby invited by the undersigned on behalf of this Corporation from bonafide Supplier/ Manufacturer/ authorized Dealer for supply, installation and commission of the following machine to CTPF, Durgabari, Tebaria, West-Tripura under this Corporation as given below.
AUTOMATIC CHUTE TYPE HALF PNEUMATIC (CONTROL PANEL BASE) FORM -FILL & SEAL MACHINE WITH AIR COMPRESSOR (3 HP, ISI) - 2 (two) Nos.
For sealing of Pouch size:-50 gms: 220 mm (W) X 140 atm (L)
100 gms: 260 mm (W) X 170 mm (L)
The last date for dropping /receiving of tender up to 3.00 PM on or before 05-12-2020. For detailed terms & conditions of please visit the Tripura State Portal /Official portal of Govt. of Tripura www.tripura.gov.in or the official Notice Board of Tripura Tea Development Corporation Ltd., Old Secretariat Complex, Agartala, West Tripura -799001.

ICA/C-2196/2020-21

(M.L. Das)
Managing Director.
TTDC Ltd.

PNIeT NO- 35/EE/PWD(DWS)/KMP/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Kamalpur, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

Sl NO	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1	DNIe-T No. 55/EE/PWD(DWS)/KMP/2020-21	Rs. 8,57,185.00	08-12-2020
2	DNIe-T No. 56/EE/PWD(DWS)/KMP/2020-21	Rs. 12,85,411.00	08-12-2020
3	DNIe-T No. 57/EE/PWD(DWS)/KMP/2020-21	Rs. 12,85,411.00	08-12-2020

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripuratendcrs.gov.in at free of cost. For contact 8974414234/9089352571

"For and on behalf of the "Governor Of Tripura"

ICA/C-2209/2020-21

(B. Debbarma)
Executive Engineer
DWS Division, Kamalpur
Dhalai District, Tripura

PRESS NOTICE INVITING Gro-TENDER NO:01/EEN/RD-11/2020-2021
Dated, Agartala, the 21th November 2020

Separate sealed tenders are invited on behalf of the "GOVERNOR OF TRIPURA" from enlisted Contractors/Vehicle Owner/Firms of Tripura PWD/TTAADC in appropriate class in PWD FORM No 8 (Eight) for the following works upto 3.00 P.M on 09-12-2020.

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of tender form
1	DNIT No: 57/EE/WRD-II/2020-21.	Rs.3,30,000/-	Rs. 3,300/-	300(three hundred) Days	Rs. 1000.00
2	DNIT No: 58/EE/WRD-II/2020-21.	Rs.3,30,000/-	Rs. 3,300/-	300(three hundred) Days	Rs. 1000.00
3	DNIT No: 59/EE/WRD-II/2020-21.	Rs.3,30,000/-	Rs. 3,300/-	300(three hundred) Days	Rs. 1000.00

Receipt of application for issue of under from will be stopped on 07-12-2020 at 4.00 P.M and issue of tender forms will be stopped 0.L 08-12-2020 at 5.30 P.M.
Details tender notice and other details may be seen in the office of the undersigned.

ICA/C-2202/2020-21

(Er. Goutam Sen), Executive Engineer,
Water Resource Division No-H, P.N. Complex,
Gurkhabasti, Agartala
"For and on behalf of the "Governor Of Tripura"

ন্যাশনাল এইডস্ কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং
ত্রিপুরা স্টেট এইডস্ কন্ট্রোল সোসাইটির উদ্যোগে
বিশ্ব এইডস্ দিবস-কে কেন্দ্র করে
বিদ্যালয় ভিত্তিক রচনা প্রতিযোগিতা
বিষয় ঃ এইচআইভি এবং এইডস্ নিয়ন্ত্রণে ছাত্রযুবদের ভূমিকা
প্রথম পুরস্কার ঃ ৮,০০০ টাকা
দ্বিতীয় পুরস্কার ঃ ৬,০০০ টাকা
তৃতীয় পুরস্কার ঃ ৪,০০০ টাকা
পাঁচটি সান্ত্বনা পুরস্কার • প্রতি বিজয়ীকে নগদ ১ হাজার
নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করতে পারবে
বাংলা, ককবরক, হিন্দি এবং ইংরেজিতে হাতের লেখায় সর্বোচ্চ ৫০০ শব্দে রচনা লেখা যাবে
প্রতিযোগীকে অবশ্যই নাম, বিদ্যালয়ের নাম, ক্লাস এবং ফোন নম্বর দিতে হবে
রচনা জমা দিতে হবে ৯৭৭৪০৩১৯৫২ E-mail : saurabsarkar56@gmail.com
অথবা ত্রিপুরা স্টেট এইডস্ কন্ট্রোল সোসাইটি আখাউড়া, রোড, আগরতলা ঠিকানায়
রচনা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর, ২০২০ইং

অনাবৃষ্টিতে ক্ষতি মুখে তিল চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ নভেম্বর।। তিল এখটি সুস্বাদু খাদ্য শস্য। নামটা সমস্ত ভারতবাসীর কাছে পরিচিত নাম। হিন্দুদের সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠান পূজা পার্বনে তিলের অবদান রয়েছে। তাই এই তিল নিয়ে ছোট্ট পার্বত্য ত্রিপুরা থেকে আজকের আমাদের বিশেষ প্রতিবদন। ত্রিপুরা রাজ্যে বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল গুলিতে জুম চাষের মাধ্যমে তিনেলর উৎপাদন সব সময় হয়ে থাকে। এবছরও জুমচাষে জুমিয়া পরিবারগুলো ধান এবং বিভিন্ন সবজির পাশাপাশি তিন চাষে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াই জেলার তেলিয়মুড়া মহকুমার বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের গিরিবাসীরা তাদের জুমচাষে বিস্তীর্ন এলাকাজুড়ে তিল গাছের চাষ করেছে। প্রতিবছরই তিল চাষ করে জুমিয়া পরিবারগুলো ভালো লাভবান হন। কিন্তু এবছর অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির ফলে তিল চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে জুমিয়া পরিবারগুলির। মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অন্তর্গত কাকড়া ছড়া এডিসি ভিলেজ এবং নোনাছড়া এডিসি ভিলেজের বিভিন্ন পাড়ায় প্রায় একশোর উপরে জুম চাষী তিল চাষ করে এবার লাভের মুখ দেখবেন না। এমনটাই জানালেন ওই এলাকার একজন চাষী।

সমবায়কে আরো শক্তিশালী করতে হবে ঃ বিধায়িকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৪ নভেম্বর।। ১৯৬৩ সালের ৩রা আগষ্ট ৩৩ জন সদস্য সদস্যা নিয়ে পথ চলা শুরু হয়েছিল তেলিয়ামুড়া প্রাইমারী মার্কেটিং কো- অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের। এই সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় অশ্বিনী কুমার স্মৃতি কমিউনিটি হলে বুধবার তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা কল্যাণী রায়ের হাত ধরে। অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা। বিধায়িকা ছাড়াও উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের চেয়ারম্যান জয়ন্ত কুমার সাহা, বিশিষ্ট সমাজ সেবী আশীষ দেবনাথ, সমবায় দপ্তরের উপনিয়ামক নিখিল চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই সভায় বিগত বছরের আয় - ব্যয়ের হিসাব সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

তাছাড়া এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় বলেন সমবায়কে আরো শক্তিশালী করতে হবে। সমবায়কে শক্তিশালী করার মধ্য দিয়েই আত্মনির্ভর ভারত এবং আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়া সম্ভব।

পুকুরে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা এক যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। কল্যাণ পুর থানা এলাকার ওয়াতিলং এলাকায় এক যুবক জলে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে।ঘটনার পর পরই স্থানীয় লোকেরা দমকল বাহিনীকে খবর

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিশ্বজিৎ দেববর্মার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গায় আইপিএফটির প্রতিবাদ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম/ তেলিয়ামুড়া, ২৪ নভেম্বর।। জম্পুইজলা মহকুমার গাবর্দি বাজার, চিকনছড়া ও প্রমোদনগর বাজারে আইপিএফটির প্রতিবাদ মিছিল সংঘটিত করা হয়। পেকুয়ারজলা- জন্ম জয়নগর আইপিএফটি ডিভিশনের উদ্যোগে গাবর্দি বাজারে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি ব্রজলাল দেববর্মা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহন চন্দ্র দেববর্মা, ডিভিশন সভাপতি ভগীরথ দেববর্মা, সহ-সভাপতি পুনিরাম দেববর্মা, অফিস সেক্রেটারি রাজেন দেববর্মা প্রমূখ। এদিকে প্রমোদনগর ও জগাইবাড়ি এডিসি ভিলেজের যৌথ উদ্যোগে প্রমোদনগর বাজারে সংঘঠিত করা হয় প্রতিবাদ মিছিল। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শান্তি দেববর্মা, যুব আইপিএফটি সহকারী সাধারণ পৌষরাই দেববর্মা, সামল দেববর্মা, আরব আলী প্রমূখ। অন্যদিকে চিকনছড়া এডিসি ভিলেজেও করা হয় প্রতিবাদ মিছিল। উপস্থিত ছিলেন এমসিসি সদস্য ভেনুলাল দেববর্মা বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশন সহ-সম্পাদক স্বপন দেববর্মা, যুব আইপিএফটি ডিভিশন অফিস সেক্রেটারি সঞ্জীবন দেববর্মা, অঞ্চল সভাপতি চিন্তা মনি দেববর্মা প্রমূখ। মূলত পানিসাগরে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চের আন্দোলনের ফলে নির্দোষ ফায়ার সার্ভিস কর্মী বিশ্বজিৎ দেববর্মার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আইপিএফটির এই প্রতিবাদ মিছিল। আন্দোলনকারীদের মূলনায়ক চন্দন চ্যাটার্জী, অলক চন্দ্রনাথ, পিনাক নাথ সহ তাদের সহযোগীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করার জন্য রাজ্য সরকারের নিকট আবেদন করেন আইপিএফটি নেতৃত্বরা। তাদের বক্তব্য উপজাতিরা ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছেন তারা। একজন নির্দোষ মানুষকে পশু পাখির মতো অকালমৃত্যুতে ঠেলে দেওয়াকে কোনমতেই শুধু আইপিএফটি নয়, উপজাতি যুবক-যুবতীরা মেনে নেবে না। অবিলম্বে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হবে আইপিএফটি যুবক-যুবতীরা। বিশ্বজিৎ দেববর্মার পরিবারের মধ্যে একটি সরকারি চাকরি প্রদান সহ নগদ ২৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্যও এদিন দাবি তোলেন আইপিএফটি নেতা-নেত্রীরা। গাবর্দি বাজার, চিকনছড়া ও প্রমোদনগর বাজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এই মোমবাতি মিছিল সংঘটিত করেন তারা। এদিন মিছিল গুলোতে নেতা কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

এদিকে, ত্রিপুরা রাজ্যের কাঞ্চনপুরে ব্রু- শরনার্থী ইস্যু নিয়ে এবং গত ২১ তারিখ ফায়ার সার্ভিসের কর্মী বিশ্বজিৎ দেববর্মার মৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ গকুলনগর আইপিএফটি অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে এক মোম জ্বেলে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। এদিনের এই মিছিল থেকে আওয়াজ উঠে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি দেওয়ার।এদিনের এই মিছিল দক্ষিণ গকুল নগর আইপিএফটি অফিস কার্যালয় থেকে শুরু হয় খাসিয়া মঙ্গল হয়ে স্বচ্ছ ক্যাম্পের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভ আন্দোলনের জেরে টিআইটিতে নিরাপত্তার বলয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। টি আই টি কলেজে পরীক্ষা গ্রহণ কে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আগাম আশঙ্কায় পরীক্ষা কেন্দ্রের চারদিকে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়।পরীক্ষা গ্রহণ কে কেন্দ্র করে পরীক্ষার্থীরা বিক্ষোভ দেখাতে পারে সে আশঙ্কাতেই পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়। টি আই টি কলেজের সামনে জলকামানও প্রস্তুত রাখা হয়। তবে পরীক্ষা গ্রহণ কে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, টি আই টি কলেজের পরীক্ষা গ্রহণ কে কেন্দ্র করে ছাত্র-ছাত্রী এবং কলেজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। এ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর পক্ষ থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন এবং স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছিল।পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মতবাদ এর জেরে অশান্তির পরিবেশ কায়েম হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অনেকেই। সে কারণেই পরীক্ষা শুরুর আগে থেকেই টি আই টি কলেজের পাশে অতিরিক্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়।পরিস্থিতি মোকাবেলায় পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

বিলোনীয়ায় দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৪ নভেম্বর।। বিলোনিয়া মহকুমার পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকায় অবস্থিত মাইছড়া এলাকা। এই মাইছড়া এলাকাতেই জগদীশ মজুমদার ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিন কানি জায়গাতে ২০১৭ সালে সাঁই বাবা মন্দির গড়ে তোলেন। জগদীশ মজুমদারের আমেরিকার নিবাসী নাতনি প্রিতিকা মজুমদারের উদ্যোগের ফলে সাহায়া ফাউন্ডেশন এবং সাই বাবা নামে সংস্থা মাইছড়া সাঁই বাবা মন্দির কমিটির হাতে অর্থ তুলে দেয় দুঃস্থ স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করার জন্য। সেই অনুযায়ী মঙ্গলবার দুপুরে মাইছড়া কলাবাড়িয়া স্থিত সাঁই বাবা মন্দিরে দুঃস্থ স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি বিভিষণ চন্দ্র দাস, সাঁই বাবা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা জগদীশ মজুমদার, সাহায়া ফাউন্ডেশনের সদস্য কমল দাস সহ অন্যান্য অতিথিরা। দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানের উপস্থিত অতিথিরা ৯০ জনের হাতে স্কুল ব্যাগ, খাতা কলম তুলে দেয়।

বিশালগড়ে অগ্নিকান্ড, অল্পেতে রক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। মঙ্গলবার বিশালগড় এর নিচের বাজারে গ্রামীণ ব্যাংকের ওপর তলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় লোকজন হঠাত লক্ষ্য করলো গ্রামীণ ব্যাংকের ওপর তালায় কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে লোকজনরা এগিয়ে যান। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। দমকল বাহিনীর চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আসে।গ্রামীণ ব্যাংকের ওপর তলায় অগ্নিকান্ড ক্ষয়ক্ষতি হলেও অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে ব্যাংক সহ পার্শবর্তী এলাকার দোকান গুলো। স্থানীয়রা জানিয়েছেন ঘটনাটির দিনের বেলা না হয় রাতে ঘরে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারত।ভাগ্যিস দিনের বেলা ঘটনাটি ঘটে স্থানীয় লোকজনের নজরে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়ায় দমকল বাহিনীর যৌথ ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আগুন আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়।প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।তবে পুলিশ এবং দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার এসইউসিআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। ২৬ নভেম্বর ১০ টি কেন্দ্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন ও গন সংগঠন সমূহের ডাকা দেশব্যাপী ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে মঙ্গলবার রাজধানীতে মিছিল সংগঠিত করলো এস.ইউ.সি.আই ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি। এইদিন রাজধানীর কর্নেল চৌমুহনী এলাকায় মিছিল সংগঠিত করা হয়। মিছিল শেষে কর্নেল চৌমুহনী এলাকায় ধর্না সংগঠিত করা হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের নেতৃত্বরা। সংগঠনের নেতৃত্বরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ২৬ নভেম্বর ধর্মঘটের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

টি পি এস সি-র রিসেপশন কাউন্টারে নিয়মিত আলোচনা সভার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। সঠিক জনসংযোগ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা জনসেবা আয়োগ (টি পি এস সি)-র রিসেপশন কাউন্টারে এখন থেকে নিয়মিত (ছুটিরদিন বাদে) আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে। এই আলোচনা সভা চলবে দুপুর ১২টা থেকে ১২.৩০টা পর্যন্ত বা প্রয়োজনে অন্য কোন সময়ে। টি পি এস সি'র সচিব এবং উপসচিব নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী এই সভায় উপস্থিত থাকবেন। উপসচিব ডি দাম উপস্থিত থাকবেন প্রতি মাসের ১ তারিখ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত এবং উপসচিব এম জি বিশ্বাস উপস্থিত থাকবেন ১৬ তারিখ থেকে মাসের শেষদিন পর্যন্ত। যদি কোন কারণে সচিব এবং উপসচিব অনুপস্থিত থাকেন তাহলে এই সভায় অংশগ্রহণ করবেন শ্রীমতি এস চক্রবর্তী (এইচ ও) অথবা শ্রীমতি কেতকী দেববর্মা (ইউ এস)। ত্রিপুরা জনসেবা আয়োগের পক্ষ থেকে সচিব এন অধিকারী এক আদেশে এই সংবাদ জানান। আদেশটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আগর গাছ বোঝাই বোলেরো গাড়ি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। উনকোটিতে আগরগাছ বোঝাই একটি বোলেরো গাড়ি আটক করেছে বনদপ্তর এর কর্মীরা। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, আগর গাছ নিয়ে বোলেরো গাড়ি আগরতলা অভিমুখে আসছিল।কৈলাশহর এর বনদপ্তর এর কর্মীরা সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অনুভূতিতে বোলেরো গাড়ি আটক করে। গাড়ি থেকে যথারীতি আগর গাছ উদ্ধার করে পুলিশ।উদ্ধার করা আগর গাছের বাজার মূল্য তিন চার লক্ষ টাকা বলে বনদপ্তর এর কর্মীরা জানিয়েছেন। উদ্ধার করা আগরগাছ বনদপ্তরের হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আগর গাছ গাড়িটি আটক করা সম্ভব হলেও গাড়ির চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এ ব্যাপারে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য আগর একটি খুবই মূল্যবান গাছ।

শান্তিরবাজারে নতুন ব্যাসায়ী কমিটির গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ নভেম্বর।। শান্তির বাজার কমিউনিটি হলে এক অনুষ্ঠানেরমধ্যদিয়ে ব্যাসায়ী কমিটির নতুন কমিটি গঠনকরাহয়। আজ শান্তির বাজার কমিউনিটি হলে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে শান্তির বাজারের বিগতদিনে থাকা ব্যাবসায়ী কমিটির কমিটি ভেঙ্গে নতুন কমিটি গঠন করাহলো। বিগত দিনের কমিটি সঠিকভাবে কাজ করতে পারেনিবলে অভিযোগ। বিগতদিনে থাকা কমিটি বাজের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্টকরার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিলো। উনারা নিজেদের স্বার্থে লোকজনদের অসুবিধার সামনেঠেলে দিতে প্রত্যেক মঙ্গল বার সাপ্তাহিক বন্ধের ডাকদিয়েছিলো। এতে করে বাজারে আগত সাধারন লোকজন বিশেষ অসুবিধার সন্মুখিন হতেহতো। অপরদিকে বিগত দিনে থাকা কমিটি শুধুমাত্র নিজেদের কথা চিন্তা করেযেতো। সমাজেরজন্য কোনো চিন্তা ভাবনা করতোনা বা কোনোপ্রকার সামাজিক কর্মসূচি পালনকরতোনা। তাছাড়া বিগত দিনে থাকা কমিটি জনস্বার্থে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধীর প্রতিবাদ করতে দেখাযায়নি। দেখাযেতো মহকুমার অন্যান্য প্রান্তে মাছ, মাংস, সব্জী, ফল ও মুদী দোকানের সামগ্রী নিয়ন্ত্রীত ভাবে কম দামে বিক্রিকরছে কিন্তু শান্তির বাজারে সবকিছু চড়াদামে বিক্রি করা হতো। এই ব্যাপারে পুরানো কমিটি কোনো প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরেননি। অবশেষে জনগনের কথা মাথায়রেখে এগিয়ে আসলো ৩৬ শান্তির বাজার মন্ডলের মন্ডল সভাপতি শ্যামলাল দেবনাথ। তিনি নিজে উদ্দ্যোগনিয়ে জনগনের স্বার্থে সমস্ত প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠককরে নতুন করে ব্যাবসায়ীদের কমিটি গঠনকরলো।

তিনি আশাবাদী এই নতুন কমিটি জনস্বার্থে কাজকরবে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রনে কাজ করবে এই নতুন কমিটি। তাছাড়া সমাজসেবামূলক কাজেও এগিয়ে আসবে এই নতুন কমিটি। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৩৬ শান্তির বাজার মন্ডলের মন্ডল সভাপতি শ্যামলাল দেবনাথ, ৩৬ শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, দক্ষিন জেলার জেলা সহ সভাধিপতি বিভিষন চন্দ্র দাস, শান্তির বাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস, দক্ষিন জেলার ওবিসি মোর্চার সভাপতি দুলাল দেবনাথ সহ শান্তির বাজরের ব্যাবসায়ীবৃন্দরা। আজকে মোট ৩১ জনকে ব্যাবসায়ীদের নিয়ে এক পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠনকরাহয়। যারমধ্যে ১১ জনের এক্সিউটিভ কমিটি গঠনকরাহয়। আপতকালিনসময়ে এই ১১ জনের সিদান্ত চুরান্ত হিসাবে গন্যকরাহবে। আজকের এই নতুন কমিটির মধ্যে সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করাহয়েছে অমর মিত্রকে। দুইজন সহ সভাপতি হলো উত্তম নন্দী, কালি শঙ্কর মজুমদার, দুইজন জেনারেল সেক্রেটারী পার্থ লোধ, উত্তম সাহা, তিনজন সেক্রেটারী হলো স্বপন দেবনাথ, গোপাল বনিক, জয়দেব বনিক, কেশিয়ার বিশ্বজিৎ কর্মকার, এক্সিউটিভ মেম্বার সুশেন বৈদ্য ও সুমন দেবনাথ। আজকের এই কমিটি গঠনে শান্তির বাজারের ব্যাবসায়ীরা সকলে সহমত জানিয়েছেন।

আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ মঠচৌমুহনী বাজার পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ছবি-নিজস্ব।

সদর এসডিপিও-কে ডেপুটেশন ডিওয়াইএফআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। মঙ্গলবার সদরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন।ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল মঙ্গলবারসদরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর অফিসে গিয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এর কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন। ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করে ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি বলেন গত ২১ নভেম্বর বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন রাজধানী আগরতলা শহরে মিছিল সংঘটিত করে। আগরতলার পুরাতন মোটর স্ট্যান্ড থেকে মিছিল শুরু হয়।মিছিলটি পুরানো মোটর মোটর স্ট্যান্ড থেকে শুরু হয় এলাকায় পৌঁছলে পুলিশ মিছিলের গতি রোধ করার চেষ্টা করে।ওই সময় পুলিশের সঙ্গে মিশে গিয়ে কতিপয় দুর্বৃত্ত বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেবকে দৈহিকভাবে হেনস্তা করে। এ ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে চারটি বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন।এ ধরনের কার্যকলাপ কে বিরোধী দলগুলির রাজনৈতিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপের শামিল বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।এ ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করতে পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দাবি জানিয়েছে চারটি বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন।এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে জানিয়েছে। ডেপুটেশন এবং স্মারকলিপি প্রদান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি বলেন, আগামী ২৬ শে নভেম্বর ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ডাকা ধর্মঘটে সামিল হবে তারা। ধর্মঘট সফল করার জন্য তারা সকল স্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গার্দাং গুনরাম পাড়া এলাকায় নিম্নমানের রাস্তার কাজের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ নভেম্বর।। গার্দাং গুনরাম পাড়া এলাকায় নিম্নমানের রাস্তার তৈরির অভিযোগ উঠালো এলাকাবাসী। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত গার্দাং অশ্বীনি ত্রিপুরা পাড়া থেকে গুনরাম পাড়া যাতায়তের সুবিধার্থে পুর্তদপ্তরের উদ্দ্যোগে নতুনকরে পীচ রাস্তা নির্মানের কাজশুরু করাহয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত নতুন ঠিকেদারের জন্য এই কাজটি হচ্ছে নিম্নমানের এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীর। বর্তমানে রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর ঠিকেদারী ব্যাবসা বেঙের ছাতার মতো গজেউঠেছে। নতুন নতুন ঠিকেদারদের একটাই মুখ্যউদ্দেশ্য রাতারাতি বড়লোক হোওয়া। এই উদ্দ্যেশ্যকে পাথেয়করে ঠিকেদারি কাজকরে চলছে নব্যঠিকেদাররা। আর এদের অধিকাংশদের মদত যোগিয়ে যাচ্ছে কিছুসংখ্যক নেতৃত্বস্থানের লোকজন ও দপ্তরের আধিকারিকরা। শান্তির বাজার পূর্তদপ্তরের আধিকারিক প্রবীর বরন দাস ওরফে কুট্টি স্থানীয় বাসিন্দা হবার কারনে এক অংশের অর্থের বিনিময়ে এইসব নিম্নমানের কাজকে পশ্রয় দিচ্ছেবলে অভিযোগ উঠে আসছে একাংশমহল থেকে। এমনই একটি ঘটনা লক্ষ্যকরাগেলো গার্দাং গুনরাম পাড়ায়। এই এলাকার রাস্তা নির্মানের দায়িত্ব দেওয়াহলো নব্য ঠিকেদার শান্তির বাজারের বাসিন্দা রাজু দত্তকে। ঠিকেদারবাবু পকেট পুরানোর জন্য মেটিলিং এর জায়গায় রাবিশ দিয়ে কাজকরে চলছে। এতেকরে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী অসহায় অবস্থায় সংবাদমাধ্যমের দারস্তহলো। উনাদের দাবি সঠিকভাবে এই রাস্তা নির্মানকরাহোক। নাহলে আগামীদিনে এলাকাবাসী এই রাস্তা নির্মানের কাজবন্ধকরে দেবেন বলে জানান। এখন দেখারবিষয় এলাকাবাসীর উন্নয়নস্বার্থে দপ্তর কিপ্রকার পদক্ষেপগ্রহন করে।

রাজপথে ড্রেনে পড়ে গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর মহারাজগঞ্জ বাজারের গ্র্যান্ডউজ চৌমুহনীতে এক ব্যক্তি রাস্তার পাশে ড্রেনে পড়ে যান। তাতে ওই ব্যক্তির গুরুতরভাবে আহত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। ড্রেনে পড়ে যাওয়া ব্যক্তিকে উদ্ধার করে তারা দ্রুত জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার নাম মানিক ঘোষ। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ওই এলাকায় রাস্তার পাশের ড্রেন নির্মাণের কাজ চলছে।মানিক ঘোষ নামে ওই ব্যক্তি ড্রেন নির্মাণের কাজ দেখতে দিনের কাছে গেলে মাটি ধসে পরে। মাটি ধসে পড়ায় ওই ব্যক্তি ড্রেনে পড়ে যান এবং মাটির নিচে চাপা পড়েন।তখনই এলাকায় অবস্থানকারী লোকজন দমকল বাহিনীকে খবর দেন। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে মাটি চপা পড়ে থাকা ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হওয়ায় অল্পেতে প্রাণে বেঁচেছে ঐ ব্যক্তি।স্থানীয়রা জানিয়েছেন দ্রুত দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে না আসলে মাটিচাপায় ওই ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। ভাগ্যিস দ্রুত দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে আসা ওই ব্যক্তি প্রাণে বেঁচে গেছে।

ধর্মঘটের বিরোধীতা করল বিজেপির শান্তিরবাজার মন্ডল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৪ নভেম্বর।। ৩৬ শান্তিরবাজার মন্ডল বিজেপির কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজনকরাহয়। আগামী ২৬ শে নভেম্বর সি পি আই এম এর ডাকা বন্ধের তিব্র বিরোধিতা জানিয়ে আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করাহয়। আজকে সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যদিয়ে আগামী ২৬ শে নভেম্বর সকলকে স্বাভাবিক অন্যান্যদিনের ন্যায় চলাফেরার জন্য বিশেষ আহব্বান করাহয়। সকলে যেন দোকানপাঠ খোলারাখে ও যানচলাচলযেন অন্যানদিনের ন্যায় স্বাভাবিক থাকে তারজন্য আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনেরমধ্যদিয়ে সকলে বিশেষ আহব্বান জানানোহয়। তার পাশাপাশি বলাহয় সি পি আই এম এর ডাকা এই বন্ধ ভিত্তিহিন। সি পি আই এম উদ্দ্যেশ্যপ্রনোনিতভাবে সমাজের ও দেশের ক্ষতির জন্য এই বন্ধডেকেছেন বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানানোহয়। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ৩৬ শান্তির বাজার বিজেপির মন্ডল সভাপতি শ্যামলাল দেবনাথ, ৩৬ শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, দক্ষিন জেলার ওবিসি মোর্চার সভাপতি দুলাল দেবনাথ, প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি প্রদীপ দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা।

বিজেপির কিষান মোর্চার ৪১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। বিজেপির কিষান মোর্চার ৪১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। কিষান মোর্চার রাজ্য সভাপতি জহর সাহা দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ণাঙ্গ কমিটির কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করেন। পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কমিটি ঘোষণা করে রাজ্য সভাপতি জহর বলেন, কৃষকদের উন্নয়নের এই কমিটি রাজ্যজুড়ে নানা কর্মসূচী গ্রহণ করবে। কৃষক কল্যাণে কাজ করায় এই কমিটির অন্যতম লক্ষ্য বলেও তিনি উল্লেখ করেন।পূর্ণাঙ্গ রাজ্য কমিটি ঘোষণার মধ্য দিয়ে সাংগঠনিক শক্তি

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।